NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ পুরসচিবকে হেনস্তার ঘটনায় তলব তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশাম্বরকে

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা পুরসভার কাছে সময় চাইলেন অভিষেক ৩

কলকাতা ২৫ মে ২০২৬ ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 25.05.2026, Vol.19, Issue No. 342, 8 Pages, Price 3.00

ফলতায় রাজনৈতিক ভূমিকম্প

‘পুষ্পা’রাজের পতন ঘটিয়ে ঐতিহাসিক জয় বিজেপির

দেবাশিস দে, ফলতা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা এক সম্পূর্ণ নতুন ভোরের সাক্ষী থাকল। হুগলি নদীর কোল ঘেঁষে থাকা এই শান্ত জনপদটি যে রাজনৈতিকভাবে এভাবে এক লপ্তে বদলে যেতে পারে, তা হয়তো গত পরশু পর্যন্তও অনেকে কল্পনা করতে পারেননি। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বছর পর যখন মানুষ নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার পুরোপুরি নিজের মতো করে প্রয়োগ করার সুযোগ পেলেন, তখন ইভিএমের বোতামে চাপ দিয়ে তাঁরা যে নিঃশধ বিপ্লব ঘটিয়ে দিলেন, তার অভিঘাত এখন টের পাচ্ছে গোটা রাজ্য রাজনীতি। ২২ রাউন্ড গণনা শেষে যখন নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডার ১ লক্ষ ৯ হাজার ভোটের জয়ের পরিসংখ্যান দেওয়া হচ্ছিল, তখন ফলতার বাতাসে আবির উড়ছিল ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল এক অদ্ভুত স্বস্তির পরিবেশ। ৭১.১৪ শতাংশ মানুষের এই বিপুল জনাদেশ শুধু একটি দলের জয় নয়, বরং গত কয়েক বছর ধরে চলে আসা এক রুদ্ধশ্বাস রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে সাধারণ মানুষের মুক্ত হওয়ার এক নীরব দলিল।

ফলতা বরাবরই হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। মূল নির্বাচনের দিন যখন চারদিকে বুথ দখল আর অশান্তির ছবি ধরা পড়েছিল, তখনই নির্বাচন কমিশন এই কেন্দ্রের সবকটি বুথেই পুনর্নির্বাচনের মতো এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় মানুষ বুথ পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। আর সেই ভোটের ফলাফল যখন সামনে এল, তখন দেখা গেল একসময়ের এখানে শেষ কথা বলা ফলতায় রাজনৈতিক ভূমিকম্প তৃণমূলের ‘বেতাজ বাদশা’কে চতুর্থ স্থানে ঠেলে ঐতিহাসিক জয় বিজেপির

প্রার্থী জাহাঙ্গির খান মাত্র ৭ হাজার ৭৫৬ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানে তলিয়ে গিয়েছেন। রাজনৈতিক সমীকরণ যাই বলুক, গ্রামীণ বাংলার মানুষ যে কোনো নির্দিষ্ট ছক বা ‘মডেল’-এর ওপর ভরসা না রেখে নিজেদের অধিকারকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন, এই ফল তারই প্রমাণ। অন্যদিকে, প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বামেদের ১৯.৪ শতাংশ ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসা এবং কংগ্রেসের সম্মানজনক ভোট পাওয়া এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, মানুষ এবার বিকল্প বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা রাখেননি। পালাবদলের পর এটাই প্রথম বড় নির্বাচনী ধাক্কা তৃণমূলের। ২০৭ আসনের শাসক দল যখন ২০৮-এর দিকে এগোচ্ছে, তখন ডায়মন্ড হারবার মডেলের ভিত কাঁপিয়ে দিল ফলতা। ‘পুষ্পা’রাজের পতন শুধু একটি আসনের নয়, গোটা দক্ষিণবঙ্গে তৃণমূলের মনোবলের পতন। অভিষেকের গড়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন, তৃণমূল কি সত্যিই লড়ার জায়গায় আছে?

চায়ের দোকান থেকে শুরু করে গ্রামের মোড়, সব জায়গাতেই একটিই আলোচনা, ফলতা একটি নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করল, যা আগামী দিনে গোটা দক্ষিণবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে বাধ্য।

‘তৃণমূলের হার-বার মডেল’, কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’ এখন তৃণমূলের ‘হার-বার মডেল’। ফলতার নির্বাচনের ফল স্পষ্ট হতেই সমাজমাধ্যমে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সরাসরি নাম না নিলেও তাঁর কটাক্ষের নিশানায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে তাঁর মুখেই শোনা যেত ‘ডায়মন্ড হারবার মডেল’-এর কথা। শুভেন্দুর আরও খোঁচা, আগামী দিনে তৃণমূলের লড়াই হবে ‘নোটা’-র বিরুদ্ধে। এর পরেই শুভেন্দু অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির প্রার্থী দেবাংশু পান্ডাকে। লক্ষাধিক ভোটে বিজেপি প্রার্থীর জয় নিশ্চিত করার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছেন ভোটারদেরও।

শুভেন্দু যখন সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন, তখনও ফলতা বিধানসভায় ভোটগণনা শেষ হয়নি। তবে বিজেপি প্রার্থী লক্ষাধিক ভোটে এগিয়ে গিয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে থাকা বামফ্রন্ট প্রার্থীর থেকে। শুভেন্দু সে কথাই উল্লেখ করেন নিজের পোস্টে। ফলতার মানুষকে ‘নতমস্তকে প্রণাম’ জানান তিনি। তার পরে লেখেন, ‘ফলতার ভোটারদের কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। বিজেপির প্রার্থীকে এক লক্ষ ভোটে জেতানোর আবেদন করেছিলাম, জয়ের ব্যবধান এক লক্ষ আট হাজার পেরিয়েছে।’ তার পরেই শুভেন্দু ভোটের আগে দেওয়া নিজের প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেন। তিনি লেখেন, ‘উন্নয়নের মাধ্যমে আপনাদের এই ঋণ শোধ করব। সোনার ফলতা গড়ার জন্য আমরা দায়বদ্ধ।’

এর পরেই শুভেন্দু একের পর এক তোপ দাগেন পূর্বতন শাসকদল তৃণমূলকে। তিনি লেখেন, ‘একটি নীতি-আদর্শহীন দল, যা মাফিয়া কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছিল, ক্ষমতা হারাতেই তার কঙ্কালসার দশা উন্মোচিত হয়েছে।

জেলায় জেলায় তৈরি হবে ‘হোল্ডিং সেন্টার’

বিদেশি বন্দি রাখতে কড়া নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা সন্দেহে ধৃতদের রাখার জন্য জেলায় জেলায় ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির নির্দেশ দিল নবান্ন। ওই সমস্ত ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ সন্দেহভাজনদের আটক করে ৩০ দিন রাখা যাবে। অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধৃতেরা তো বটেই, যাঁরা এর আগে ধরা পড়েছিলেন এবং বন্দি ছিলেন, যাঁদের দেশের বাইরে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে, তাঁদেরও সেখানে রাখা যাবে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

যাঁরা ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ অনুপ্রবেশকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন, তাঁদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করে কেন্দ্রের পোর্টালে আপলোড করতে হবে। তার পর তাঁদের তুলে দেওয়া হবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে। এঁদের ভারতে ‘ব্ল্যাকলিস্টেড’ করে দেওয়া হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, জরুরি পরিস্থিতিতে তদন্ত শেষ হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীকে ‘হোল্ডিং সেন্টার’ থেকেই তুলে নিয়ে যেতে পারে সীমান্তরক্ষী বা উপকূলরক্ষী বাহিনী। সরাসরি তাদের দেশের সীমান্তের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর নির্দেশিকা আগেই জারি করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, পূর্বতন সরকার কেন্দ্রের সেই নির্দেশ পালন করেনি। তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে ওই সংক্রান্ত আইন কার্যকর করা হয়েছে। সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের অন্তর্ভুক্ত নন যাঁরা, এ বার তাঁদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করা হবে। সরাসরি তুলে দেওয়া হবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর হাতে। বিএসএফ তাঁদের সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরত পাঠানোর কাজ করবে। শুভেন্দুর ঘোষণার পর রাজ্য সরকারের তরফেও নির্দেশিকা জারি করে দেওয়া হল।

নবান্নের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গাদের যাঁরা এ রাজ্যে বেআইনি ভাবে বসবাস করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তাঁদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। জেলাগুলিতে তার জন্য হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করা হবে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং এ রাজ্যের জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বিদেশি বন্দিদের রাখার জন্য এই সমস্ত সেন্টার ব্যবহার করা হবে। সেন্টার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।’

নবান্ন থেকে এই মর্মে নির্দেশিকা গিয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি, প্রত্যেক জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারের কাছে। কলকাতা-সহ প্রত্যেক পুলিশ কমিশনারেটের কমিশনারদেরও এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ফরেনার্স ডিভিশনের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে একটি আট পাতার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তাতে অনুপ্রবেশকারীদের রাখার জন্য ‘হোল্ডিং সেন্টার’ তৈরির কথাও বলা হয়েছিল। কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনও ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নন বলে আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী আধিকারিকদের সন্দেহ হলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে। ৩০ দিনের জন্য ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ আটকে রাখা যাবে। ৩০ দিনের মধ্যে নথিপত্র খতিয়ে দেখে তিনি আদৌ ভারতীয় কি না, তা যাচাই করতে হবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সংশ্লিষ্ট জেলাশাসক বা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক।

‘যিনি রাজশাসন করছেন, তাঁর চেয়ারে বসার কথা নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটে পর্যুদস্ত হওয়ার তিন সপ্তাহ পর নয়া অভিযোগ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি আবার দাবি করেছেন, তৃণমূল বিধানসভা ভোটে হারেনি। মানুষ ভোট দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের হারানো হয়েছে। বিজেপিকে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন। এমনকি, ভবানীপুরেও তাঁকে জোর করে হারানো হয়েছে। এ নিয়ে আদালতে যা বলার বলবেন। রবিবার ফলতা উপনির্বাচনের ফলঘোষণার দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভবানীপুরে কী ভাবে জিতেছেন? সেটা আদালতে বলব। আপনার যদি সাহস থাকে তো ফরেনসিক রিপোর্ট করান। ইভিএমের রিপোর্ট চাই আমাদের।’

তৃণমূলনেত্রীর অভিযোগ, ক্ষমতাবলে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উপর সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি। তৃণমূলের নেতা-কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তার করছে অধিকারীর পুলিশ। লুট হয়েছে তৃণমূলের প্রায় ২ হাজার কার্যালয়। মমতার কথায়, ‘যদি চেয়ার বলে, আমি আড়াই হাজার লোককে জেলে পুরব, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের জন্য আলাদা জেল তৈরি হয়েছে... আমি তো মনে করি, তার আগে জেলে যাওয়া উচিত। সারদা থেকে নারদা, কোথায় নেই তিনি? আজ যাঁরা অর্ডার দিচ্ছেন, তাঁরাই তো আউট অফ অর্ডার!’

ভোটের ফলপ্রকাশের ২০ দিন পর সমাজমাধ্যমে মমতার বার্তা, ‘চার তারিখে কাউন্টিং (গণনা) হয়েছে। আজ ২৪ তারিখ। এই ২০ দিন মুখ বুজে সহ্য করেছি। শুধু আমি নয়, বাংলার মানুষ থেকে তৃণমূলের কর্মীরা সহ্য করছেন। অনেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বলি হয়েছেন। ১২ জন মানুষ মারা গিয়েছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সকলকে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ইলেক্টেড বডিগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কলকাতা কর্পোরেশনের মতো বড় কর্পোরেশনের জল, রাস্তা-সহ বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে বাধা আসছে।’

মমতা আবার অভিযোগ করেছেন, এ বার বিধানসভা নির্বাচন সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছ ভাবে হয়নি। তাঁর অভিযোগ, ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। তৃণমূলনেত্রী বলেন, ‘প্রথম কথা, কোনও রাজ্যে লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি হয়নি। শুধু এ রাজ্যেই হয়েছে। জেনেশুনে ৬০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমরা লড়াই করে ৩২ লক্ষের নাম তুললেও ২৭ লক্ষ এবং পরে বিজেপি আরও সাত লক্ষ নাম জমা দিয়েছিল। তার পর রিগিং হয়েছে। আমাদের কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশনের অফিস থেকে ‘ডেটা হ্যাকিং’ করা হয়েছে। খবরগুলো এক এক করে কানে আসছে। বিজেপির লোকেরা সিআরপিএফের ড্রেস পরে কাউন্টিং হলে ঢুকে গিয়েছে। পরিকল্পিত ভাবে মিডিয়া দিয়ে আগেভাগে ২০০ আসনে জিতিয়ে দেওয়া...সকলেই জানেন।’ তৃণমূলনেত্রীর সংযোজন, ‘যিনি এখন চেয়ারে বসেছেন, তাঁর তো ওই চেয়ারে বসারই কথা নয়। ভোটলুট করে রাজশাসনে বসেছেন। তিনি কী করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বুঝবেন। তৃণমূল কংগ্রেস দেখলেই কয়েকটা লুম্পেন চোর-চোর বলে বেড়াচ্ছে। এরা বাংলার লোক নয়, বহিরাগত। ক্ষমতায় এসে বুলডোজার চালিয়ে মানুষের জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে!’

‘মুখ্যমন্ত্রী’ শুভেন্দুর সমালোচনা করে মমতা বলেন, ‘আমিও প্রশাসন চালিয়ে এসেছি। আমরা উর্দিধারীদের কখনও বলিনি এই সব কাজ করতে। আমরা ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে মোড়ে মোড়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়েছিলাম। আজ একটা মিটিং করতে গেলে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। প্রতি দিন আমাদের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। মিউনিসিপ্যালিটির ঘরগুলো গুন্ডারা দখল করছে। আড়াই হাজারের বেশি পার্টি অফিস লুম্পেনেরা দখল করেছে পুলিশকে সামনে রেখেই। পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে গেলে বলছে, ইনস্ট্রাকশন আছে!’

তিনি যে বিধানসভার প্রার্থী ছিলেন, সেই ভবানীপুরেও ভোট লুট হয়েছে বলে আবার অভিযোগ করেছেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘আপনারা এজেন্টদের আইডি কার্ড কেড়ে নিয়েছেন। আমার কেন্দ্রে আমি যখন খবর পেয়ে গিয়েছি... আমি ১৩ হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলাম।’ নাম না-করে শুভেন্দুকে নিশানা করেন তিনি। বলেন, ‘ যিনি এখন গদিতে বসেছেন, তাঁর নাম করতে আমার ভাল লাগে না। তাঁকে আমরা অনেক দিন ধরে চিনি। তিনি নিজে বসে লুট করছিলেন। আমাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।’ মমতার দাবি, ‘হারের জায়গায় জেতা, জেতার জায়গায় হারা, এই পাশাটাই উল্টেছে প্রায় দেড়শো সিটে। সেটা না হলে আমরা ২২০ থেকে ২৩০ আসন পেতাম।’

৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের মার্কিন পণ্য কিনবে ভারত

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যচুক্তি এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে তৎপর দুই পক্ষই। সেই আবহে ভারত সফরে এসে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো জানান, আমেরিকান পণ্য কিনতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত। ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৪৮ লক্ষ কোটি টাকা) মার্কিন পণ্য কিনবে তারা।

ভারত-আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক পথ সুগম করার ক্ষেত্রে নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের প্রশংসা করেন রুবিয়ো। একই সঙ্গে জানান, সার্জিও ছাড়াও মার্কিন কূটনীতিকদের ভূমিকাও প্রশংসনীয়। রবিবার এক্স পোস্টে রুবিয়ো লেখেন, ‘তাঁদের (সার্জি এবং মার্কিন কূটনীতিক) অসাধারণ কাজের জন্য আগামী পাঁচ বছরে জ্বালানি, প্রযুক্তি এবং কৃষিখাতে ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত।’

চার দিনের সফরে ভারতে এসেছেন রুবিয়ো। শনিবার প্রথমে তিনি কলকাতায় আসেন। কয়েক ঘণ্টার কলকাতা সফর সেরে উড়ে যান দিল্লিতে। সেখানে সেবাতীর্থে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এক ঘণ্টার বেশি বৈঠক করেন মার্কিন বিদেশসচিব। সেই বৈঠকে যেমন ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তেমনই উঠেছে জ্বালানি সহযোগিতা প্রসঙ্গও।

কলকাতার অবৈধ নির্মাণে চলল বুলডোজার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে দিকে দিকে হাজির বুলডোজার। যেখানে অবৈধ নির্মাণ, সেখানেই বুলডোজার। চলে ড্রিল। বোসপুকুর, কসবা থেকে তিলজলা, বেলেঘাটা। রবিবার কলকাতার নানা প্রান্তে এভাবেই ভাঙা হল বেআইনি বহুতল। বোসপুকুর, বি বি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কসবা, বেলেঘাটা, তিলজলা - কোথাও সাততলা বাড়ি, তো কোথাও তিনতলা বাড়িতে চলে বুলডোজার। এদিন এই বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুলিশ, কলকাতা পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল, সকলেই এর আগে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে ভেঙে ফেলা হবে। এই সূত্রেই, রবিবার সকাল থেকে অ্যাকশন মোডে কলকাতা পুরসভা। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক জায়গায় বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। পাশাপাশি অনেক জায়গায় পুরসভার তরফে নোটিস পাঠানো হয়েছে। এবার কলকাতার বুকে একাধিক জায়গায় অভিযান চালায় কলকাতা পুরসভা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অবৈধ নির্মাণে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশের পরই অবৈধ নির্মাণ চিহ্নিত করে নোটিস পাঠানোর পর এবার ভাঙার কাজ শুরু করল কলকাতা পুরসভা। রবিবার তিলজলা, কসবা, বেলেঘাটায় একের পর এক অবৈধ নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু করে পুরসভা।

ভেঙে ফেলা হয় সোনা পাপ্পুর প্রোমোটিং করা বাড়ি। ভাঙা হয় রাজু নস্করের বহুতল। কসবার বি বি চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি বাড়ি বেআইনিভাবে তৈরির অভিযোগ উঠেছিল। পুরসভার শুনানিতে হাজিরা না দেওয়া এদিন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় ওই বাড়ি। বিবি চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বাড়ি ভাঙার সময় উপস্থিত ছিলেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এই বাড়িটিই ইডি-র হাতে ধৃত সোনা পাপ্পু তৈরি করেন বলে অভিযোগ করেন তিনি। কসবার বোসপুকুরেও একটি বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ভেঙে ফেলা হয় একটি বহুতল।

যেসব বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হচ্ছে সেই তালিকায় রয়েছে কসবার বিধায়ক জাভেদ খানের ছেলের ২টি বেআইনি নির্মাণ। এছাড়াও রয়েছে সোনা পাপ্পুর দু’টি বেআইনি নির্মাণও। রবিবার সকাল থেকে তিলজলা, বেলেঘাটা, কসবা এলাকায় চলেছে পুরসভার বুলডোজার অভিযান। বেআইনি নির্মাণের ব্যাপারে তৃণমূল নেতা রাজু নস্করের নামও জড়িয়েছে। কোথাও ঘিঞ্জি রাস্তায় ৭ তলা বিল্ডিং। কোথাও রয়েছে ৩ তলা বাড়ি। বেআইনি ভাবে নির্মিত এগুলি সবই। এর আগে নোটিস পাঠিয়ে পুরসভা ডেকে পাঠিয়েছিল অভিযুক্তদের। তবে হাজিরা দেননি কেউই। রবিবার সাতসকালেই অভিযানে নামে কলকাতা পুরসভা।

মঙ্গলবার কল্যাণীতে শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়িয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। একের পর এক জেলা সফরের পাশাপাশি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ধারাবাহিক বৈঠকে বসছেন তিনি। সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবেই মঙ্গলবার নদিয়ার কল্যাণীতে প্রশাসনিক বৈঠক করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

নবান্ন সূত্রে খবর, কল্যাণীর এপিজে আবদুল কালাম অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন হুগলি, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক থেকে শুরু করে জেলাশাসক, প্রতিটি থানার আইসি, পুলিশ সুপার এবং কমিশনার অফ পুলিশদেরও উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক কাজের গতি বৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12756 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Hisab Uddin S/o. Sekh Mojjamel Haque, R/o. Hasimpur, Kinkarbati, Haripal, Hooghly-712407, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2019: 19-03064-000073, dtd. 04/09/2019) ও আধার কার্ডে আমার পুত্রের সঠিক নাম Sekh Hasim-এর পরিবর্তে Sk Md Hasim ও আমার সঠিক নাম Sekh Hisab Uddin-এর পরিবর্তে Sk Hisabuddin লিপিবদ্ধ আছে। আমার পুত্র Sekh Hasim ও Sk Md Hasim এবং আমি Sekh Hisab Uddin ও Sk Hisabuddin, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 22/05/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 12755 নং এফিডেভিড বলে আমি Sekh Hisab Uddin S/o. Sekh Mojjamel Haque, R/o. Hasimpur, Kinkarbati, Haripal, Hooghly-712407, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পূত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 136, dtd. 04/09/2013) ও আধার কার্ডে আমার পুত্রের সঠিক নাম Sekh Hamidul-এর পরিবর্তে Mohammad Hamidul ও আমার সঠিক নাম Sekh Hisab Uddin-এর পরিবর্তে Sk Hisabuddin লিপিবদ্ধ আছে। আমার পুত্র Sekh Hamidul ও Mohammad Hamidul এবং আমি Sekh Hisab Uddin ও Sk Hisabuddin, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/05/2026, নোটারী পাবলিক, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 36 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Kumar Kundu (old name), S/o. Prabhash Chandra Kundu, R/o. Duplexpatti Road (North), Chandernagore, Hooghly-712136, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sanjay Kumar Kundu নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjay Kundu নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sanjay Kundu, Sanjay Kumar Kundu, Sanjoy Kundu & Sanjoy Kr. Kundu S/o. Prabhash Chandra Kundu, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sanmyo Kundu.

CHANGE OF NAME

I, **Md. Sikandar** S/o, Md. Sarfaraz R/a, 20, Topsia Road, Tiljala, Kolkata - 700039, 24 Pgs. (N), W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my name appear in various official and legal documents in two formats as Sikandar in educational certificates and Md. Sikandar in various documents such as Aadhaar Card, PAN Card, Voter ID Card, Driving Licence etc. I hereby declare the names **Sikandar** and **Md. Sikandar** refers to one same individual myself vide Affidavit No. 13723 dated 21.05.2026 in the court of LD 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সনৎ মাজি**, পিতা ৺নিতাইচন্দ্র মাজি, **২)শ্রীমত্যা পুষ্পরানী মাজি**, স্বামী ৺নিতাইচন্দ্র মাজি, উভয়ের সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, **৩)শ্রীমতী চিত্রা সামুই**, স্বামী শ্রী সোমনাথ সামুই, সাকিম ধনিয়াখালি, হুগলী-৭১২৩০২, **৪)শ্রীমত্যা আরতি সাঁতরা**, স্বামী ৺অসিত সাঁতরা, সাকিম নবগ্রাম (পশ্চিম), মানকুন্ডু, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৯, **৫)শ্রীমতী ভারতী দাস**, স্বামী শ্রী অজয় দাস, সাকিম মামুদপুর (দক্ষিণ), জগৎনগর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, **৬)শ্রীমতী সবিতা খামারু**, স্বামী শ্রী শৈলেন খামারু, সাকিম জগন্নাথবাটী, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০২/২০২৪ তারিখে A.D.S.R., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2164/ 2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(৭)শ্রী বুদ্ধদেব মাজি**, পিতা ৺নিতাইচন্দ্র মাজি, সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ০৫/০১/২০২৬ তারিখে D.S.R.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00083/ 2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **১)শ্রী বিকাশ দাস** পিতা ৺বৈদ্যনাথ দাস, **২)শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল**, পিতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, উভয়ের সাকিম শঙ্করবাটী, খলিসানী, পোলবা, হুগলী-৭১২১৩৮, মহাশয়দ্বয়কে ৫৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা আমদাবাদ, জে.এল. নং ৯৫, হাল এল.আর. ৭৮ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২২৭ নং দাগে আমবাগান সম্পত্তি ষোল আনায় ১১০ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৫৫ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী বিকাশ দাস** পিতা ৺বৈদ্যনাথ দাস, **২)শ্রী বিশ্বনাথ মন্ডল**, পিতা শ্রী মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী বুদ্ধদেব মাজি, আমমোক্তার**

জমিজট কাটিয়ে রেলের পথ মসৃণ
রাজ্যের ৬১ প্রকল্পে ছাড়পত্র কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমির ফাঁস খুলে এবার ছুটবে রেল। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই বাংলার ৬১টি আটকে থাকা রেল প্রকল্পে শিলমোহর দিল কেন্দ্র। শনিবার কলকাতায় রোজগার মেলায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, ডবল ইঞ্জিন সরকারের সুফল এবার মিলবে। শুভেন্দুর দাবি, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ৬১টি প্রকল্পে অনুমোদন দিলেও জমি না পাওয়ায় কাজ থমকে ছিল। হিলি থেকে নন্দীগ্রাম, ছ'একর জমির অভাবে আটকে থাকা বহু কাজ এবার গতি পাবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও প্রকল্প আর ঝুলে থাকবে না।

জোকা-দমদম মেট্রো নিয়েও আশার কথা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। চিংড়িঘাটার ৬৬৬ মিটারের জট কেটেছে। কেন্দ্র-রাজ্য সংস্থা একসঙ্গে কাজ করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও একই সুরে বললেন, জমি অধিগ্রহণের বাধা আর থাকবে না। শুভেন্দুকে বাংলার নতুন রূপকার বলেও সম্বোধন করেন তিনি। পূর্ব রেলের জিএম মিলিন্দ দেউস্করের কথায়, চন্দনপুর-শক্তিগড় চতুর্থ লাইন, কল্যাণী-রানাঘাট তৃতীয় লাইন, রানাঘাট-বনগাঁ ডবল লাইনের মতো কাজ আটকে ছিল। ফ্লাইওভারের কাজও ঝুলছিল ৫০-৬০ জায়গায়। রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয়ের জন্য আলাদা অফিসার নিয়োগ হয়েছে। রোজগার মেলায় দেশজুড়ে ৫১ হাজার নিয়োগের কথাও জানান সুকান্ত। কল্যাণী এইমসেও বহু পদে চাকরি হয়েছে। পালাবদলের পর উন্নয়নের বার্তা স্পষ্ট। জমিজট আর বাহানা নয়, এবার লাইন পাতাই লক্ষ্য।

স্বাস্থ্যে বদলের হাওয়া
শুভেন্দুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জল্পনা বাড়ালেন শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পালাবদলের পর রাজনীতির রং বদলাচ্ছে দ্রুত। এবার খোদ বিজেপি সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ধন্যবাদ জানালেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তবে সতর্কভাবে বুঝিয়ে দিলেন, এ কৃতজ্ঞতা দলীয় নেতা হিসেবে নয়, চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে।

শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে শান্তনু লেখেন, চিকিৎসা আন্দোলনের সৈনিক ও আইএমএ-র সর্বভারতীয় প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে একাধিক জনমুখী পদক্ষেপের জন্য নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই।

একসময় তৃণমূলের মুখপাত্র শান্তনু আরজি কর কাণ্ডে দলের বিরুদ্ধেই সরব হন। স্বাস্থ্য ভবনের একাংশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের ধর্নায় দেখা যায় তাঁর স্ত্রীকেও। ফলে দল থেকে সাসপেন্ড হন, ভোটের আগে ফিরলেও দূরত্ব মেটেনি।

নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েই দুর্নীতি দমনে কড়া। একাধিক তৃণমূল নেতা ধৃত। হাসপাতালে নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতায় জোর দিয়েছেন শুভেন্দু। শান্তনুর শংসাপত্র তাই পদ্মশিবিরের বড় প্রাপ্তি। ক্ষমতা হারিয়ে তৃণমূলের অন্দরে এখন ভাঙন। পুরনো নেতারাই মুখ খুলছেন। আইএমএ-র রাজ্য সম্পাদকের এই বার্তা তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়াল। প্রশ্ন উঠছে, চিকিৎসক নেতা এবার সরাসরি বিজেপিতে, নাকি সমন্বয়েই থাকবেন?

তৃণমূল প্রার্থীরা বুথ লুঠ করে কাউন্সিলর হয়েছেন: রাজেশ কুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুরসভা নির্বাচনে বুথ লুঠ করে কাউন্সিলর হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। সরকারের পরিবর্তনে তাই তাঁরা পদত্যাগ করছেন। রবিবার বিকেলে বিজয় মিছিলে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। প্রসঙ্গত, কাঁকিনাড়ার পানপুর মোড় থেকে অন্নদা ব্যানার্জি রোড ধরে রথতলা মোড়ে গিয়ে বিজয় মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিলে যোগ দিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার বলেন, জগদ্দলের মানুষ তাঁকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। এটাই সবচেয়ে বড় পাওনা। তাঁর দাবি, গুন্ডারা কাউন্সিলর হয়ে গেছেন। তবে যারা

দুর্নীতিতে যুক্ত, তাঁরা কেউ ছাড় পাবে না। অপরদিকে বিজেপি নেতা রত্নেশ্বর দাস বলেন, এই জয় মানুষের জয়। এই জয় শুভেন্দু অধিকারীর জয়। রত্নেশ্বর আরও বলেন, ৩৪ বছর তাঁরা সিপিএমের অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। কিন্তু ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর তিনি এত আনন্দ পাননি। তবে বাংলায় আরেকটা পরিবর্তনে তিনি ভীষণ আনন্দ পেয়েছেন। তাঁর দাবি, গোটা বাংলা জুড়ে এখন মুক্ত বাতাস বইছে। তাঁর আশা, বাংলায় নারীরা যেমন সুরক্ষা পাবেন, তেমনি চাকরিতে দুর্নীতি থাকবে না। তাঁর দাবি, পুরসভা নির্বাচনে বুথ লুঠ করে কাউন্সিলর হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। সরকারের পরিবর্তনে এখন তাঁরা ইস্তফা দিচ্ছেন। উক্ত বিজয় মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লবী কুন্ডু, সুকমল ঘোষ, গৌরাঙ্গ সরকার প্রমুখ।

নজরুল স্মরণে...। *ছবি: অদিতি সাহা*

সুড়ঙ্গের অন্ধকারে মহড়া, বিপদের আগেই প্রস্তুতির পাঠ মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা রাত গড়িয়েছে, যাত্রীহীন পাতালপথে হঠাৎ ছুটে এল উদ্ধারকারী দল। কোথাও থেমে থাকা রেক, কোথাও ধোঁয়ার আশঙ্কা, আবার কোথাও আহত যাত্রী সরানোর তৎপরতা। শহরের উত্তরপ্রান্তে বিমানবন্দরমুখী মেট্রো সুড়ঙ্গ শুক্রবার গভীর রাতে যেন মুহূর্তে বদলে গেল দুর্যোগের অনুশীলনক্ষেত্রে।

যশোর রোড ও জয় হিন্দ বিমানবন্দর স্টেশনের মাঝের ভূগর্ভস্থ অংশে যৌথ উদ্ধার মহড়া চালাল মেট্রো কর্তৃপক্ষ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য অগ্নিনির্বাপণ বাহিনী। ভূমিকম্প বা আকস্মিক বিপর্যয়ের পরিস্থিতি ধরে তৈরি হয়েছিল পুরো অনুশীলন। কীভাবে আটকে পড়া যাত্রীদের দ্রুত বার করা হবে, কীভাবে আতঙ্ক সামলে নিরাপদে সরানো হবে; সেই নিয়েই হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় চালক ও স্টেশনকর্মীদের।

মেট্রো সূত্রের বক্তব্য, শুধু প্রযুক্তি নয়, বিপদের মুহূর্তে মানুষের স্নায়ুর জোরই সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। তাই নিয়মিত এই ধরনের মহড়া চালিয়ে কর্মীদের মানসিক প্রস্তুতিও যাচাই করা হচ্ছে। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকেরাও। কলকাতার বিস্তৃত পাতাল রেলপথ যত বাড়ছে, ততই নিরাপত্তার প্রশ্ন নতুন গুরুত্ব পাচ্ছে। কয়েক মিনিটের যাত্রার আড়ালে লুকিয়ে থাকে বহুস্তরীয় ঝুঁকি। সেই কারণেই এই মহড়া নিছক নিয়মরক্ষার অনুষ্ঠান নয়, বরং শহরের দ্রুতগতির জীবনযাত্রাকে সুরক্ষিত রাখার নেপথ্য অনুশীলন।

রেড রোডে নয়, এবার ব্রিগেডে ইদের নমাজ, নবান্নের সিদ্ধান্তে বদলাচ্ছে চেনা ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেড রোডের চেনা মঞ্চে আর নয়। এবার ইদের নমাজ হবে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। নবান্ন থেকে খিলাফত কমিটিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিকল্প জায়গায় প্রস্তুতি নিতে হবে। রেড রোড ভারতীয় সেনার অধীনে। কুচকাওয়াজ ছাড়া বড় জমায়েতে ফোর্ট উইলিয়ামের অনুমতি লাগে। সেনা সূত্রে খবর, নিরাপত্তার কারণেই গত বছর নমাজের আয়োজকদের জানানো হয়েছিল, আর অনুমতি মিলবে না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে শেষবার ছাড় দেওয়া হয়।

ক্ষমতার হাতবদলের পর সেই অনুরোধের পর্ব শেষ। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার সংবিধানের ধর্মাচরণের অধিকার মেনে বিকল্প খুঁজেছে। নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার বক্তব্য, ব্রিগেডে ধর্মীয় সমাবেশ নতুন নয়। বাম আমলেও হয়েছে, তৃণমূল আমলেও হয়েছে। গত বছর 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' হয়েছে নির্বিঘ্নে। তাই আইনশৃঙ্খলা আর যান নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ব্রিগেডই সবচেয়ে নিরাপদ। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, রেড রোডের নমাজ তৃণমূল জমানায় অন্য মাত্রা পেয়েছিল। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কখনও মঞ্চে যাননি। মমতা মাথায় কাপড় দিয়ে হাজির হতেন, পরে অভিষেককেও নিয়ে আসেন। সেই ছবি এবার অতীত। পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছে রাজনীতি-ধর্মের মিশেলের প্রতীকী মঞ্চও।

মুম্বই থেকে হাওড়ায় আনা হল শিবপুরের শামিম আহমেদকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পলাতক তৃণমূল নেতা শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে অবশেষে পুলিশের জালে। মুম্বই পুলিশের অপরাধ দমন শাখা তিন দিন আগে তাঁকে পাকড়াও করে। শনিবার রাতে ট্রানজিট রিমান্ডে তিন সঙ্গী-সহ হাওড়ায় নিয়ে আসা হয়েছে। রবিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। রাজ্যে পালাবদলের পর ৭ মে শিবপুরের চওড়া বস্তিতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয় এলাকা। অভিযোগ, বড়ে ও তাঁর লোকজন বোমা ফাটায়, গুলি চলে। ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দেন শামিম। প্রাক্তন কাউন্সিলর শামিমা বানুর স্বামী বড়ে এলাকায় 'প্রভাবশালী' বলেই পরিচিত।

শিবপুর থানার মামলায় ধৃত তিন জনের নাম চালানে উল্লেখ রয়েছে; শামিম আহমেদ ওরফে বড়ে, জামিল আখতার ওরফে সোনু এবং আফতাব আনোয়ার ওরফে ক্রান্তি। হিংসায় উসকানি, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। কিছু দিন আগে বড়ের তিনতলা বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সামনে আসে চমকে দেওয়া ছবি। তিনতলা থেকে দোতলায় নামার গোপন সিঁড়ি, দোতলায় বিলাসের সামগ্রী। উপরতলা সাদামাটা হলেও নীচের তলায় দামি আসবাবে ঠাসা।

বিজেপির দাবি, বড়ের মদতেই কর্মীদের উপর হামলা হয়েছে। প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার অভিযোগও তুলেছে তারা। ভোট পরবর্তী হিংসার এই মামলায় বড়ের গ্রেপ্তারিকে ঘিরে শিবপুরের রাজনীতিতে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

ভুয়ো কাগজে সীমান্ত পেরিয়ে হাওড়ায় সংসার, ধরা পড়ল বাংলাদেশি দম্পতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: গোপন খবরে তল্লাশি চালিয়ে উনসানি থেকে দুই বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করল জগাছা থানা। ধৃতরা স্বামী-স্ত্রী। নাম রমজান গাজী, ৩৭, আর আরিফা বেগম, ৩৫। বাড়ি সাতক্ষীরা। পুলিশ জানাচ্ছে, ভারতীয় নথি জাল করে সীমান্ত টপকেছিল ওই দম্পতি। উনসানির মাঝের পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল। সঙ্গে দুই শিশুসন্তান। হাওড়া নগর পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর আদালতে তোলা হয় তাদের। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, হাতকড়া পরা রমজানের পাশে মাথা নিচু করে হাঁটছেন আরিফা, কোলে শিশু। সীমান্ত পেরনো অনুপ্রবেশ এখন আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভুয়ো আধার, ভোটার কার্ড বানিয়ে শহর-মফসলে মিশে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। পালাবদলের পর রাজ্য সরকার সীমান্ত অপরাধ নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছে। জেলায় জেলায় 'হোল্ডিং সেন্টার' তৈরির নির্দেশও এসেছে নবান্ন থেকে।

এই গ্রেপ্তারি সেই কড়া নজরদারিরই ফল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, কত সহজে জাল কাগজ মিলছে? কারা বানাচ্ছে এই নথি?

ডুয়ার্সে অবৈধভাবে নদী থেকে বালি তোলার অভিযোগে ট্রাক্টর-ট্রলি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডুয়ার্সের চেল নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ। রবিবার সেই অভিযোগের ভিত্তিতে একটি ট্রাক্টর-ট্রলি আটক করল পুলিশ। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ এই অভিযান চালায়। তবে পুলিশের গাড়ি আসতে দেখেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় বালি পাচারকারীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে রবিবার চেল নদীর চর থেকে দেদার বালি তোলা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের গাড়ি নদীর চরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বেগতিক বুঝে বালিবোঝাই ট্রাক্টর-ট্রলিটি ওখানেই ফেলে রেখে চম্পট দেয় পাচারকারীরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৫শে মে, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, সোম বার। বৈকাল ৫/২৫ র পরে শুক্লা নবমী তিথি, জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা, বিংশোত্তোরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই, সকাল ৬/৪৪ র পর দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র। কুম্ভ রাশি কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রয়াণ দিবস। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। গুরুসদয় দত্তের প্রয়াণ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ফলতার রায় এবং অবাধ নির্বাচনের রূপরেখা, ভোটের বাক্সে ফিরল নাগরিকের স্বাধীন ইচ্ছা!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতে অনেক ফলাফলই আসে, অনেক জয়-পরাজয় খবরের শিরোনাম দখল করে। কিন্তু কিছু কিছু নির্বাচন কেবল একটি আসনের ভাগ্য নির্ধারণ করে না, তারা গণতন্ত্রের ভিত সম্পর্কেও জরুরি প্রশ্ন তোলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচন সেই ধরনেরই এক রাজনৈতিক মুহূর্ত।

এই ফলাফলের দিকে শুধু দলীয় অঙ্ক কষে তাকালে ভুল হবে। বরং আরও গুরুত্বপূর্ণ, কোন পরিস্থিতিতে ভোটার তাঁর মত প্রকাশ করলেন এবং সেই পরিবেশ রাজনৈতিক সমীকরণকে কতটা বদলে দিল। ফলতার পুনর্নির্বাচন সেই কারণেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পরিসংখ্যান বলছে, মোট ২ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮৪৪ ভোটারের মধ্যে প্রায় ৮৮.১৩ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। বিজেপি পেয়েছে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৬৬ ভোট, যা মোট ভোটের ৭১.২ শতাংশ। সিপিআই(এম) দ্বিতীয় স্থানে থেকে পেয়েছে ৪০ হাজার ৬৪৫ ভোট বা ১৯.৩৪ শতাংশ। কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট ১০ হাজার ৮৪। তৃণমূল কংগ্রেস নেমে গিয়েছে ৭ হাজার ৭৮৩ ভোটে, অর্থাৎ মাত্র ৩.৭ শতাংশে। জয়ের ব্যবধান ১ লক্ষ ৯ হাজার ২১।

ফলতার ফল রাজ্যে প্রধান দুই প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট করে দিল। বিজেপি এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ৭১ শতাংশের বেশি ভোট তুলে নিয়েছে। অন্যদিকে, সিপিআই(এম) প্রার্থী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে (১৯.৩৪ শতাংশ ভোট) নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ভোটব্যাংক কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। এর ফলে লড়াইটি কার্যত দ্বিমুখী থেকে ত্রিমুখী রূপ নেওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেখানে কংগ্রেস (৪.৮ শতাংশ) এবং তৃণমূল অনেকটাই প্রান্তিক হয়ে পড়েছে।

এই অঙ্কের রাজনৈতিক অভিঘাত স্পষ্ট। কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, ভোটদানের পরিবেশ নিয়ে মানুষের ধারণা। পুনর্নির্বাচনের আগে কঠোর নিরাপত্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি এবং কমিশনের

বাড়তি সতর্কতা সাধারণ ভোটারের মনে যে আস্থার পরিবেশ তৈরি করেছিল, তার প্রতিফলন ভোটবাক্সে পড়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ভোটার যদি মনে করেন তাঁর পছন্দ গোপন ও সুরক্ষিত, তা হলে বহুদিনের রাজনৈতিক আনুগত্যও বদলে যেতে পারে।

ফলতা সেই তত্ত্বকেই নতুন করে সামনে আনল। দীর্ঘদিন ধরে বাংলার গ্রামীণ রাজনীতিতে সংগঠন ও প্রভাবের যে স্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়েছিল, এই ফল তার অনড়তাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। একদিকে শাসকশিবিরের বিপুল পতন, অন্যদিকে বিরোধীদের মধ্যেও অসম প্রতিযোগিতা; দুই মিলিয়ে স্পষ্ট, ভোটার এখন আর পুরনো সমীকরণের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখছেন না।

রাজ্যে বিজেপির সাম্প্রতিক সাফল্যের (২৯৪টির মধ্যে ২০৭টি আসন জয়) পর এই উপনির্বাচন বা পুনর্নির্বাচন ছিল মূলত একটি প্রেস্টিজ ফাইট। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং এই কেন্দ্রে রোড-শো করে প্রচারের ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর সেই রাজনৈতিক লাইন ও আক্রমণাত্মক রণকৌশল যে দক্ষিণবঙ্গের এই গ্রামীণ এলাকাতেও দারুণভাবে কাজ করেছে, তা দেবাংশু পণ্ডার ১ লক্ষের বেশি ভোটের লিডই প্রমাণ করে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, এই নির্বাচন প্রমাণ করল গণতন্ত্রের আসল শক্তি রাজনৈতিক দলের নয়, ভোটারের। অবাধ পরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে নাগরিক তাঁর মত প্রকাশের পথ নিজেই খুঁজে নেন। ফলতার রায় তাই কেবল একটি কেন্দ্রের রাজনৈতিক ফল নয়; এটি বাংলার নির্বাচনী সংস্কৃতির সামনে রাখা এক গুরুত্বপূর্ণ আয়না।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ২৫ মে ২০২৬, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার

দমদমের দায়িত্বে কামারহাটির বিধায়ক

■ ক্ষমতা হারানোর ধাক্কা সামলাতে পুরনো সৈনিককেই সামনে আনলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দমদম সাংগঠনিক জেলার নতুন সভাপতি হলেন মদন মিত্র। ২০২৬-এর ভোটে বিপর্যয়ের পর সংগঠন ঢেলে সাজতেই এই পদক্ষেপ। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, উত্তর ২৪ পরগনায় বিজেপির ঝড়ের মধ্যেও কামারহাটি ধরে রেখেছেন মদন। সেটাই তাঁর 'পুরস্কার'। একসময়ের মন্ত্রী গত পাঁচ বছরে মন্ত্রিসভা বা সংগঠনে ব্রাত্য ছিলেন। তবু সমাজমাধ্যমে বারবার দলনেত্রীর সঙ্গে লড়াইয়ের ছবি দিয়ে আনুগত্য বুঝিয়েছেন। এবার সেই বিশ্বস্ততাই ফিরিয়ে দিল দায়িত্ব। ব্যারাকপুর-দমদম সাংগঠনিক জেলা ভেঙে আলাদা করা হয়েছে দমদমকে। লক্ষ্য, বুথ স্তরে রাশ শক্ত করা। দমদম ও কামারহাটিতে নিচুতলার কর্মীদের সঙ্গে মদনের যোগাযোগ গভীর। দলের একাংশ বলছে, খারাপ সময়ে সেই জনসংযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে শীর্ষ নেতৃত্ব। ২০১১-র পরিবর্তনের কারিগরদের একজন মদন। ২০১৬-য় জেলে থাকায় হারলেও ২০২১ ও ২০২৬-এ জিতেছেন। এবার লোকসভাকে সামনে রেখে সংগঠন গোছানোই লক্ষ্য তৃণমূলের। ক্ষমতা হারিয়ে কোণঠাসা দলের সামনে প্রশ্ন একটাই; মদনের লড়াকু ভাবমূর্তি কি ফের চাঙ্গা করতে পারবে দমদমের ঘাসফুল শিবিরকে? উত্তর দেবে সময়।

মাদ্রাসায় 'বন্দেমাতরম'?

■ রাজ্যের মাদ্রাসাগুলোতে প্রার্থনা সভায় 'বন্দেমাতরম' গাওয়া এবার বাধ্যতামূলক। সরকারের এই নির্দেশ ঘিরেই তেতে উঠছে জেলার রাজনীতি। প্রশাসন বলছে, এটি জাতীয়তাবোধের প্রতীক। সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই গান সংহতি মজবুত করবে। কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্ন, একেশ্বরবাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক শধ কি চাপিয়ে দেওয়া যায়? ফুরফুরার পীরজাদা তহ্বা সিদ্দিকীর সাফ কথা, গাওয়া অপরাধ নয়, না গাওয়াও নয়। সংবিধান জোর করে না। পূর্ব বর্ধমানের ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লি হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শেখ আবদুল আলিম জানালেন, ছুটির পর শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে বসবেন। কুলগোরিয়ার প্রধান শিক্ষিকা খন্দেকার কিসমত আরা বলছেন, সরকারি নিয়ম মানতেই হবে, তবে আপত্তি এলে বোঝাবেন। মাদ্রাসা শিক্ষক মীর আশরফ আলির মতে, 'রাবেতা বোর্ড'-এর মত ছাড়া সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ। এটি শুধু প্রশাসনিক নয়, ধর্মীয় সংবেদনশীলতার বিষয়ও। ইতিহাসবিদ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করাচ্ছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্তোত্র ধর্মীয় নয়, জাতীয় চেতনার। স্বাধীনতার পর জাতীয় গানের মর্যাদা পেয়েছে। এবিষয়ে সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য হাইকোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন। তাঁর দাবি, এই চাপানো অসাংবিধানিক। ক্ষমতায় এসেই বিজেপি জাতীয়তাবাদের সুর চড়াচ্ছে, পাল্টা বিরোধীরা দেখছে সংখ্যালঘু মন জয়ের রাজনীতি। মাদ্রাসার প্রাঙ্গণে 'বন্দেমাতরম' তাই এখন শুধু গান নয়, ক্ষমতার বার্তা।

তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তুলল বিজেপি

■ রাজ্যে পালাবদলের ধাক্কা এবার কলকাতা পুরসভার অন্দরে। তৃণমূল বোর্ডের বিরুদ্ধে নথি সরানোর অভিযোগ তুলে সরগরম পুরভবন। শনিবার বিজেপি কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক পুরসচিব কিশোর কুমার বিশ্বাসকে নিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় ভবনের পিছনের ঘরে। সেখানে থরে থরে বস্তা, ভিতরে সরকারি নথি। সন্তোষের দাবি, খবর ছিল বেআইনি কাজের ফাইল রাতে বস্তাবন্দি করে সরানো হচ্ছে। সচিব উত্তর দিতে পারেননি, কেন রাখা হয়েছে। নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন। নবান্ন, স্বাস্থ্য ভবনের পর এবার পুরসভা। কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে ফেলেছিল নবান্ন, যাতে ফাইল না সরানো হয়। রাজ্য সরকার বদলালেও পুরবোর্ড এখনও তৃণমূলের দখলে।

পুরসচিবকে হেনস্তার ঘটনায় তলব তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশান্বরকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার পুরসচিবকে কিশোর কুমার বিশ্বাসকে হেনস্তার ঘটনায় এবার পুলিশি তলব তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশান্বর চট্টোপাধ্যায়কে। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, নিউ মার্কেট থানার তরফে নোটিস পাঠিয়ে থানায় তলব করা হয়েছে এই তৃণমূল কাউন্সিলরকে। সঙ্গে এই নোটিস গ্রহণের তিন দিনের মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। গত শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় পুর সচিবকে হেনস্তা ও তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার বিষয়ে নিউ মার্কেট থানায় লিখিত অভিযোগ করেছিলেন পুরসচিব। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে নিউ মার্কেট থানা। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই কাউন্সিলর বৈশান্বর চট্টোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সুদীপ পোল্লে ও বৈশান্বরের বিরুদ্ধে পুর সচিবকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে। প্রসঙ্গত, সুদীপ পোল্লেকে ইতিমধ্যেই তোলাবাজির অভিযোগে শুক্রবার গ্রেপ্তার করে ঠাকুরপুকুর থানা।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শুক্রবার দিনভর কলকাতা পুরসভা ঘিরে চাপানউতোর চলার পরে পুরসভার সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাসকে হেনস্তা এবং তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগে কলকাতা পুরসভার তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নিউ মার্কেট থানায়।

কলকাতা পুরসভা সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভায় গত শুক্রবার বিদায়ী সচিব স্বপন কুমার কুন্ডু নবনিযুক্ত সচিব কিশোর কুমার বিশ্বাসকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই সময়েই তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর এবং মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও বরো চেয়ারম্যান সুদীপ পোল্লে সহ তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরদের একটি টিম সচিবের ঘরে ঢোকেন।

অভিযোগ, কেন হাউস স্থগিত করা হয়েছে তা জানতে চেয়ে রীতিমতো উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করেন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলররা। অভিযোগ, এরপরই তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর সচিবের ঘর থেকে বেরিয়ে মালা রায়ের ঘরে গিয়ে সব বিষয়টা রিপোর্ট করেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলররা একযোগে মালা রায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বেলা দুটো নাগাদ কাউন্সিলার্স ক্লাবরুমে অধিবেশন করেন। মূলত, সচিবের ঘরে তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলরদের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধেই নিউ মার্কেট থানায় অভিযোগ করা হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে।

সুবোধ অধিকারী ও কমল অধিকারী খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে: সুদীপ্ত দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: অবশেষে পুলিশের জালে বীজপুরের ত্রাস তথা তৃণমূলের যুবনেতা অভিজিৎ রায় ওরফে বনি। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বুথ দখল করার অভিযোগ উঠেছিল বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারী এবং কাঁচরাপাড়ার পুরপ্রধান কমল অধিকারীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই বনির বিরুদ্ধে। এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে দাদাগিরি করার অভিযোগও ছিল। ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন তৃণমূলের এই যুবনেতা। যদিও বীজপুর থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে। বনির গ্রেপ্তারি নিয়ে রবিবার বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাস বলেন, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকে গ্রেপ্তার হবে। তবে বনিকে নিয়ে তিনি উৎসাহিত নন। মূল 'মাথা' অর্থাৎ পালের গোদাকে ধরতে হবে। তাঁর কটাক্ষ, বনি তো চুনোপুঁটি। তিনি বলেন, 'রাঘববোয়াল ধরার অপেক্ষায় আমরা আছি। এখানে দুর্নীতি করেছে সুবোধ অধিকারী ও কমল অধিকারী। বনি তো কাঠের পুতুল ছিল। ওকে নাচানো হত'। সুদীপ্তের সংযোজন,

পুরসভায় যা দুর্নীতি হয়েছে, প্রতিটি দুর্নীতির ক্ষেত্রে এফআইআর হবে। পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। সুদীপ্তের কথায়, জিরো টলারেন্স নীতিতে এই সরকার চলছে। বীজপুরে আমরা সেই নীতিতে চলছি। তাঁর দাবি, দুর্নীতির মাথা দুই ভাই সুবোধ অধিকারী এবং কমল অধিকারী খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে। এদিকে ধৃত তৃণমূল যুব নেতা বনিকে এদিন ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিন পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

পালাবদলের ধাক্কা, তোলাবাজির জালে একের পর এক তৃণমূল জনপ্রতিনিধি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষমতা হারাতেই ভাঙছে তৃণমূলের বেড়া। তোলাবাজির অভিযোগে এবার পুলিশের হাতে জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা গায়েন। শনিবার সন্ধ্যায় নিউটাউন থানা তাঁকে আটক করে। স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই রীতার বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের নালিশ জমছিল। পুলিশ সব খতিয়ে দেখে শেষমেশ গ্রেপ্তার করেছে। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই গ্রেপ্তারি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কয়েক ঘণ্টা আগেই ঠাকুরপুকুর পুলিশ তুলেছে কলকাতা পুরসভার ১২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ পোল্লেকে। তিনি ১৬ নম্বর বরোর চেয়ারম্যানও। ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা, দোকান ভাঙার হুমকির অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। বেহালায় প্রভাবশালী এই নেতা ২০১০ থেকে টানা জিতে আসছেন। বিধাননগরেও ছবিটা এক। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সম্রাট বড়ুয়া জমি দখল ও তোলাবাজির অভিযোগে বাগুইআটি থানার হেপাজতে। তিনি মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত।

দক্ষিণ দমদমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের টিঙ্কু বর্মাকেও ধরেছে পুলিশ। সুজিত বসুর ঘনিষ্ঠ এই কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে লেকটাউন থানায় লিখিত নালিশ ছিল। পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের নেতা-কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে। সিন্ডিকেট, ভয়ের সংস্কৃতি, টাকা আদায়; সব মিলিয়ে শাসকদলের পুরনো ঘাঁটিগুলোতেই এখন পুলিশি অভিযান। দলীয় শিবিরে অস্বস্তি বাড়ছে, ভাঙছে দাপটের বলয়।

বৃহস্পতিবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গরমে কাহিল দক্ষিণবঙ্গের একের পর এক জেলা। ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। তবে এই মাসের শেষে স্বস্তির আশা দক্ষিণবঙ্গে, এমনটাই আশারা বাণী শোনাল আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে আলিপুর হাওয়া অফিস। বৃহস্পতি-শুক্র দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে হলুদ সতর্কতা জারি। মঙ্গলবারের পর ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে। আপাতত বৃষ্টি হলেও তা হবে বিক্ষিপ্তভাবেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি ও কালবৈশাখীর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেও বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

পাশাপাশি আলিপুরের হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে। এখন দক্ষিণ বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প রাজ্যে প্রবেশের জেরে আগামী কয়েকদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে। বিশেষত উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশের কয়েকটি

জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে। তবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশ এবং ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন এসেছে। এর জেরে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

আগামী কয়েক দিন দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া খামখেয়ালি থাকতে পারে। কখনও রোদ, কখনও মেঘলা আকাশ ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে বৃষ্টির পরে ফের তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। হাওয়া অফিস বলছে, বুধবার, ২৭ মে থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। তবে তার আগে বজায় থাকবে অস্বস্তিকর গরম। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমানে গরম বাড়তে পারে। তবে বুধবারের পর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। এর আগে ২৫ এবং ২৬ তারিখ অস্বস্তিকর গরমের সতর্কতা জারি থাকবে। আপাতত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গে। সোমবার ও মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে বুধবার থেকে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমতে পারে বলে পূর্বাভাস।

এদিকে রবিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও আশপাশের আকাশে মেঘ জমতে দেখা গিয়েছে। সঙ্গে ছিল ঠান্ডা হাওয়া। তবে বেলা বাড়তে সেই মেঘ কেটে যায়। চড়চড় করে রোদ দেখা যায়। সঙ্গে বাড়তে থাকে অস্বস্তি ও ঘাম। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে ৩৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।

বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা পুরসভার কাছে সময় চাইলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার কাছে চিঠি দিয়ে সময় চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কালীঘাটের শান্তিনিকেতন বাড়ির বেআইনি নির্মাণ ও সম্পত্তির মূল্যায়ণ সংক্রান্ত বিষয়ে পুরসভার পক্ষ থেকে যে নোটিস পাঠানো হয়েছিল, তার জবাব দিতে ১০ দিন সময় চেয়ে পুর নোটিসের প্রত্যুত্তরে পুরসভা কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁর তরফে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কাছে নোটিসের উত্তর গিয়েছে বলেও খবর মিলেছে তৃণমূল সূত্রে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, কলকাতা পুরনিগমের তরফে অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি ও শান্তিনিকেতনে নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সূত্রের খবর, তাঁরা দেখে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে ও কালীঘাটের বাড়িতে বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণ হয়েছে। বেশ কিছু অংশ ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এই কারণেই ৪০০ (১) ধারায় ১৮৮ এ হরিশ মুখার্জি রোড, ১২১ কালীঘাট রোডে 'অভিষেক হার্ডওয়্যার' দোকানটি যে বাড়ির নিচে সেখানেও বেশ কিছু অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে, তার ভিত্তিতে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আর এই বাড়িটি অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে রয়েছে বলে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর। এর দুটি বাড়ির অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই দুটি নোটিসে। ৭ দিনের মধ্যে ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিষেক নিজে না ভাঙলে, পুরনিগমের তরফ থেকে ভাঙা হবে। শুধু কালীঘাটের শান্তিনিকেতন নামক বাড়িটি নিয়েই নয়, বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে পুরসভা তাঁর ১৭টি সম্পত্তি উল্লেখ করে চিঠি পাঠায়। কেন বেআইনি নির্মাণ, তা নিয়ে জানতে চাওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অবৈধ নির্মাণের জন্য জারি করা নোটিসের জবাব দিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সময় চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডে বলেন, কলকাতায় অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযান চলছে। তাঁরা কলকাতার অবৈধ নির্মাণের একটি ডেটাবেসও তৈরি করছেন। কিছু ভবন সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নির্মিত, আবার কিছু অবৈধ নির্মাণের মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাসভবনে অবৈধ নির্মাণের জন্য কলকাতা পুরসভার দেওয়া নোটিসের জবাব দিতে সময় চেয়েছেন। ভবন নির্মাণ আইন লঙ্ঘনের জন্য কেএমসি টিএমসি-র জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, এর আগে বাড়ির বেআইনি অংশ নিয়ে প্রশ্ন করে সাংবাদিকরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোষের মুখে পড়েছিলেন। ক্ষুব্ধ অভিষেক বলেছিলেন, কলকাতা পুরনিগমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন, অবৈধ অংশটা কোথায়। তবে, এবার কার্যত সুর নরম করে চিঠি পাঠালেন তিনি। কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, অভিষেককে তথ্য দেওয়ার জন্য সেই সময় দেওয়ার হবে কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে। তবে, এই বিষয়ে অনুমোদনের জন্য তা পুরসভার কমিশনারের কাছে যাবে তারপর কমিশনার স্থির করবেন পুরো বিষয়টি।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোম্পানি, তাঁর মা-বাবা-সহ একাধিক সদস্যদের নামে থাকা যে সমস্ত সম্পত্তিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের নোটিস গিয়েছিল, সেই নোটিসের প্রেক্ষিতেই এই চিঠি বলে পুরসভা সূত্রে খবর। কলকাতা পুরসভার নয় নম্বর বোরোর বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে। তবে এই চিঠির সঙ্গে যে সমস্ত নথি তথ্য চাওয়া হয়েছিল তা কিছুই জমা দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ১৮ মে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানি, তাঁর মা বাবা-সহ তাঁদের ১৭ টি সম্পত্তিতে শোকজ নোটিস দেওয়া হয়। অভিষেকের কালীঘাটের বাড়ি ও শান্তিনিকেতন নামক বাড়িতেও নোটিস পাঠানো হয়েছিল। সাত দিনের মধ্যে সেই চিঠির জবাব দেওয়ার সময়সীমা দেওয়া ছিল। নির্ধারিত সময়সীমার আগেই অভিষেকের তরফে সময় চেয়ে চিঠি পৌঁছয় কলকাতা পুরসভায়।

জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে বেরোচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। আর্যকন্যা মহাবিদ্যালয়ে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

আড়াই কিলো সোনা কেনা হয়েছে শান্তনুর কালো টাকায়, দাবি ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমি কেলেঙ্কারি মামলায় তদন্তে নেমে সামনে এল এক ভয়ঙ্কর তথ্য। শান্তনু সিনহা বিশ্বাস ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী মহম্মদ আলির বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া প্রায় আড়াই কেজি সোনা সম্ভবত শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের টাকাতেই কেনা হয়েছিল বলেই মনে করছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকেরা। পাশাপাশি তাঁদের ধারণা, বিপুল পরিমাণ এই সোনা কালো টাকা ব্যবহার করেই কেনা হয়ে থাকতে পারে।

শুধু সোনাই নয়, তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ইডির হাতে উঠে এসেছে দুবাইয়ে থাকা চারটি বিলাসবহুল সম্পত্তির হদিস। তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এই সম্পত্তিগুলিও শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের অর্থে কেনা হয়েছিল এবং সেই অর্থের উৎস নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। কালো টাকা বিদেশে পাচার করে সম্পত্তি কেনা হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

এই সমস্ত তথ্য সামনে আসার পর থেকেই শান্তনু সিনহা বিশ্বাসকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে ইডি। সকাল থেকে দফায় দফায় তাঁকে জেরা করা হচ্ছে। সোনা কেনা, বিদেশে সম্পত্তি বিনিয়োগ এবং টাকার উৎস নিয়ে একাধিক প্রশ্ন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ী মহম্মদ আলির ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। সূত্রের দাবি, তিনি আগে ফল

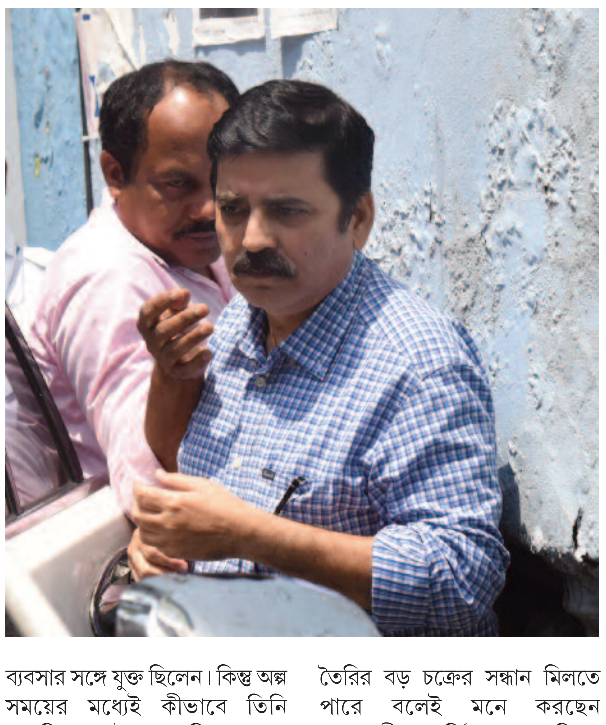

ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই কীভাবে তিনি একাধিক হোটেলের মালিক হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীদের সন্দেহ, হোটেল ব্যবসাতেও কি শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল? সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

ইডি সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই মহম্মদ আলিকেও তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। গোটা ঘটনায় কালো টাকা পাচার, বেআইনি বিনিয়োগ এবং সম্পত্তি তৈরির বড় চক্রের সন্ধান মিলতে পারে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা। মুর্শিদাবাদের কান্দিতে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়ি বাজেয়াপ্ত করার প্রস্তুতি শুরু করেছে ইডি। শান্তনুকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শুক্রবার কান্দির ওই বাড়িতে তালা ভেঙে ঢুকে তল্লাশি চালান তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এছাড়াও কলকাতার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

সম্পাদকীয়

অপেক্ষায় ইতি, অবশেষে বাংলায় আসছে আয়ুষ্মাণ ভারত প্রকল্প

বংলায় রাজনৈতিক পালাবদলের পর সবাই দিন গুণছিলেন কবে আসবে সেই ঘোষণা? অবশেষে ঘোষণাটি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১ জুলাই থেকে বাংলায় চালু হয়ে যাচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে। রাজ্যের প্রায় ৬ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের আওতায় আসবেন। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এর মধ্যেই ন'শো কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনি বলেছেন, যেটা হল, যাঁরা এই রাজ্যে এতদিন স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় ছিলেন তারা সকলেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে যুক্ত হয়ে যাবেন। আর এখানেই কিস্তিমাৎ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেন এটা বললাম, তাতে পরে আসছি। তার আগে জেনে নেওয়া যাক, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটি ঠিক কী? অল্প কথায় বললে, আয়ুষ্মান ভারত হল একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে বছরে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা অবধি চিকিৎসার খরচ পাওয়া যায়। ২০১৮ সাল থেকে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মূলত গরিব, নিম্ন আয়ের পরিবারগুলির জন্য এই চিকিৎসা পরিষেবার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রের মোদি সরকার। এবার আসি কেন কিস্তিমাৎ বলছি, মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে। কারণ, এতদিন ধরে এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার আয়ুষ্মান ভারতকে ঢুকতে দেয়নি। উল্টে তারা কেন্দ্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রায় একই ধাঁচের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প চালু করেছিল। এই প্রকল্পের আওতায় বছরে এক একটি পরিবার সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চিকিৎসা পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পেতেন। কিন্তু বাস্তব বলছে, বেশির ভাগ বেসরকারি হাসপাতালেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রাহ্য করা হতো না। মিলতো না চিকিৎসা। ফলে ওই কার্ড হাতে নিয়ে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের কপালে জুটতো কেবলই ভোগান্তি। যাদের সামর্থ আছে তারা সেখানে টাকা দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে নিতেন। আব অসহায়দের গন্তব্য হতো সরকারি হাসপাতাল। যাকগে, সেখানকার কথা আর নাই বললাম। এই রকম একটি রাজ্যে আয়ুস্মান ভারত হল সেই অর্থে গরিব মানুষের জন্য আশীর্বাদ।

শব্দছক ১৭০

রবি দাস

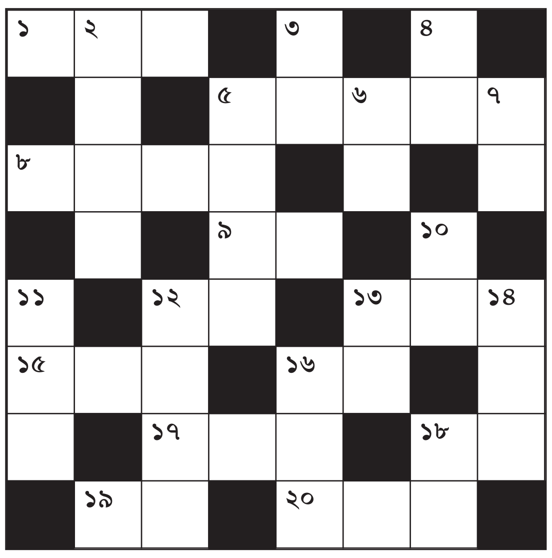

পাশাপাশি: ১. মন্দির-দ্বার ৫. কুবের-এর ধন আছে যার ৮. প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্র ৯. বাস করার স্থান ১২. কর্ণ ১৩. মুখ ১৫. আলোচনার জন্য সমবেতভাবে বসা ১৬. ভাতের মাড় ১৭. ভ্রমর ১৮. চরণ ১৯. মহাদেব ২০. রক্ষা করার উপায়

ওপর-নিচ: ২. আনন্দিত ৩. তাম্বুল ৪. কহিবে ৫. বিত্তশালী ৬. ব্যাঙের এক প্রজাতি ৭. মূলবান প্রস্তরাদি ১০. বাড়ির শেষ তলের আচ্ছাদন ১১. যা বৈধ নয় ১২. কাক-ডাকা প্রত্যুষ ১৩. জঙ্গল ১৪. স্বামীর ভগিনী ১৬. পলাতক ১৮. প্রতিজ্ঞা

সমাধান ১৬৮ — পাশাপাশি: ১. সমুদিত ২. মান ৩. চিবানো ৪. পুরুষ ৬. দ্রব্য ৭. চালাক ৯. মশা ১০. ভিখারি ১১. আজব ১৩. অন্যথা ১৪. বাহ ১৫. আনত ১৬. বকনা ১৭. রাখাল ১৮. জাল ২০. পাতা

আজকের দিন

- ১৯৬৭ — পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়িতে সহিংস কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল।
- ১৯৪৬ — আমিরাত থেকে রূপান্তরিত হয়ে হাশেমীয় জর্ডান রাজ্য যুক্তরাজ্য থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।
- ১৯১৫ — মহাত্মা গান্ধী আহমেদাবাদের নিকটবর্তী কোচরবে সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

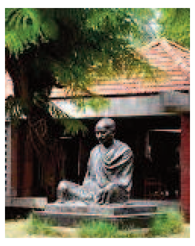

জন্মদিন

১৮৮৬ *বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী রাসবিহারী বসুর জন্মদিন।*

১৯২৫ *বিশিষ্ট গুজরাটি লেখক ধীরুবেন প্যাটেলের জন্মদিন।*

১৯৯২ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক করণ জোহরের জন্মদিন।*

রাসবিহারী বসু

বর্তমান রাজনীতি: জনতার মনোভাব

বেবি চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্রে যেন এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সময় চলছে। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আধিপত্য, দলীয় মেরুকরণ, রাস্তার আন্দোলন, চায়ের দোকানের তর্ক; সবকিছুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কলকাতা আজ নতুন এক রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল শুধু সরকার বদলের ইঙ্গিত দেয়নি, বরং বদলে দিয়েছে শহরের রাজনৈতিক মনস্তত্ত্বও। বিজেপির ঐতিহাসিক উত্থান এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বড় ধাক্কা রাজ্যের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

এক সময় যে কলকাতা ছিল বাম রাজনীতির দুর্গ, পরে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি, সেই শহরেই এখন বিজেপি শক্তিশালী উপস্থিতি তৈরি করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিবর্তন রাতারাতি হয়নি। দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, দুর্নীতি নিয়ে অভিযোগ, কর্মসংস্থানের অভাব, শিল্পহীনতা এবং প্রশাসনিক ক্লান্তি; সব মিলিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল।

শহরের রাস্তায় এখন কোন রাজনীতি?

কলকাতার কলেজ স্ট্রিট, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার কিংবা ধর্মতলা;সব জায়গাতেই এখন রাজনৈতিক আলোচনা অন্য মাত্রা পেয়েছে। কয়েক বছর আগেও যেখানে তৃণমূল বনাম বিজেপির সংঘর্ষ ছিল মূল বিষয়, সেখানে এখন মানুষ আলোচনা করছে ত্পরিবর্তনের পর কী হবেদ।

চায়ের দোকানে বসে এক মধ্যবয়স্ক ব্যবসায়ী বলছিলেন, 'মানুষ এবার শুধু আবেগে ভোট দেয়নি। কাজ চেয়েছে, নিরাপত্তা চেয়েছে, চাকরি চেয়েছে।' অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার এক কলেজ পড়ুয়া বলছেন, 'বদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মানুষ এখন ফল দেখতে চায়। শুধু স্লোগান শুনতে রাজি নয়।'

এই দুই বক্তব্যই বর্তমান কলকাতার রাজনৈতিক মানসিকতাকে স্পষ্ট করে। জনগণ এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন এবং হিসেবি। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অন্ধ আনুগত্য কমেছে। মানুষ এখন উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং নাগরিক সুবিধাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

তৃণমূলের সংকট কোথায়?

২০১১ সালে বামফ্রন্টকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস শহর কলকাতায় এক বিশাল রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা, বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প এবং সংগঠনের শক্তি দীর্ঘদিন দলকে এগিয়ে রেখেছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই জনপ্রিয়তায় ধাক্কা লাগে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, পৌর প্রশাসন নিয়ে অসন্তোষ, কাটমানি অভিযোগ এবং দলীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। শহরের মধ্যবিত্ত এবং তরুণ ভোটারদের একটা বড় অংশ মনে করতে শুরু করে যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার ফলে প্রশাসনের মধ্যে আত্মতুষ্টি চলে এসেছে।

বিশেষ করে চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ রাজনৈতিকভাবে বড় ভূমিকা নিয়েছে। অনেক শিক্ষিত যুবক-যুবতী মনে করছেন যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। এই অসন্তোষ বিরোধী শক্তির পক্ষে বড় সুবিধা তৈরি করে।

তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়নি। এখনও কলকাতার বহু ওয়ার্ড, স্থানীয় ক্লাব এবং পুরসভা স্তরে তাদের শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে। অনেক এলাকায় এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা অটুট।

বিজেপির উত্থান আবেগ না বাস্তবতা?

বিজেপির উত্থানকে শুধুমাত্র হিন্দুত্ব রাজনীতি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে বলে মনে করছেন অনেক পর্যবেক্ষক। কলকাতার ভোটারদের একাংশ বিশেষ করে তরুণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিজেপিকে তবিকল্প শক্তিদ হিসেবে দেখেছে।

দলটি শহরে নিজেদের সংগঠন বাড়িয়েছে গত কয়েক বছরে। সামাজিক মাধ্যম, বুথভিত্তিক প্রচার, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বারবার সফর এবং তৃণমূল বিরোধী ভোটকে একত্রিত করার কৌশল বিজেপিকে এগিয়ে দেয়।

২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপির ঐতিহাসিক সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করেছে। রাজ্যে প্রথমবারের মতো বিজেপি সরকার গঠন করেছে এবং শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উঠে এসেছেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে; এই সমর্থন কতটা স্থায়ী?

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপিকে সমর্থন করা আর শাসক দল হিসেবে গ্রহণ করা;দুটি আলাদা বিষয়। এখন মানুষ দেখতে চাইবে তারা শিল্প আনতে পারে কিনা, বেকারত্ব কমাতে পারে কিনা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারে কিনা।

বাম এবং কংগ্রেস কোথায় দাঁড়িয়ে?

এক সময় কলকাতার বুদ্ধিজীবী রাজনীতির কেন্দ্র ছিল বামপন্থা। কলেজ ক্যাম্পাস, ট্রেড ইউনিয়ন, সাহিত্যচর্চা; সব জায়গাতেই বামেদের গভীর প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন সেই প্রভাব অনেকটাই কমেছে।

তবুও বামপন্থী মতাদর্শ পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। শহরের একাংশ শিক্ষিত তরুণ এখনও ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রমিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে বাম রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল। তবে সংগঠনিক দুর্বলতা এবং নেতৃত্বের সংকট তাদের পুনরুত্থানের পথে বড় বাধা।

কংগ্রেসের অবস্থাও প্রায় একই রকম। কলকাতায় তাদের ভোটব্যাঙ্ক সীমিত হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা তৃণমূল বিরোধী ভোট ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

জনগণের আসল ভাবনা কী?

বর্তমান কলকাতার রাজনীতি বুঝতে গেলে সাধারণ মানুষের মানসিকতা বোঝা জরুরি। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বললে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উঠে আসে।

১. চাকরি সবচেয়ে বড় ইস্যু

শহরের তরুণদের সবচেয়ে বড় দাবি চাকরি। তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, স্টার্টআপ এবং নতুন বিনিয়োগ নিয়ে বড় প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন কলকাতা একসময় দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছে।

২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ

নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্থানীয় স্তরের কাটমানি; এসব নিয়ে মানুষের ক্ষোভ স্পষ্ট। সাধারণ মানুষ এখন প্রশাসনিক স্বচ্ছতা চায়।

৩. রাজনৈতিক হিংসা কমুক

বিগত কয়েক বছরে বাংলার রাজনীতিতে হিংসার অভিযোগ বারবার উঠেছে। সাধারণ নাগরিক চান রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও যেন সামাজিক শান্তি বজায় থাকে।

৪. ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে উদ্বেগ

একাংশ মানুষ বিজেপির উত্থানকে ইতিবাচক পরিবর্তন হিসেবে দেখলেও, অন্য অংশ ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে। কলকাতার বহু মানুষ এখনও শহরের বহু সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেন।

সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

বর্তমান রাজনীতিতে ফেসবুক, ইউটিউব এবং হোয়াটসঅ্যাপ বিশাল ভূমিকা নিচ্ছে। রাজনৈতিক প্রচার এখন শুধু মিছিল বা পোস্টারে সীমাবদ্ধ নয়। তরুণ ভোটারদের একটা বড় অংশ অনলাইন মাধ্যম থেকে রাজনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করছে।

ফলে ভুয়ো খবর, বিভ্রান্তিকর প্রচার এবং ট্রোল রাজনীতিও বেড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো এখন ডিজিটাল প্রচারে বিপুল অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করছে।

কলকাতার বুদ্ধিজীবী সমাজ কী ভাবছে?

কলকাতার রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যিক, নাট্যকার, শিক্ষক, সাংবাদিক;সবাই কোনও না কোনওভাবে রাজনৈতিক আলোচনার অংশ।

বর্তমানে বুদ্ধিজীবী সমাজও বিভক্ত। কেউ মনে করছেন পরিবর্তন দরকার ছিল। আবার কেউ আশঙ্কা করছেন যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার উদার ও বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কলকাতার রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রশ্ন করার প্রবণতা। তাই কোনও দলই দীর্ঘদিন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকতে পারে না।

সামনের চ্যালেঞ্জ

নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতায় কলকাতার সামনে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে;

- শিল্প ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি
- কর্মসংস্থান তৈরি
- শহরের পরিকাঠামো উন্নয়ন
- দূষণ ও যানজট নিয়ন্ত্রণ
- রাজনৈতিক হিংসা কমানো
- প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

এই বিষয়গুলিতে সফল হতে না পারলে জনমত দ্রুত বদলে যেতে পারে।কলকাতার বর্তমান রাজনীতি এক পরিবর্তনের সময় পার করছে। এখানে শুধু সরকার বদল হয়নি, বদলেছে মানুষের রাজনৈতিক মনোভাবও। জনগণ এখন অনেক বেশি সচেতন, প্রশ্নমুখর এবং ফলাফলমুখী।

একদিকে তৃণমূল নিজেদের সংগঠন পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিজেপি নতুন সরকার হিসেবে মানুষের প্রত্যাশার চাপ সামলাচ্ছে। বাম এবং কংগ্রেসও নতুনভাবে জায়গা খুঁজছে।

সব মিলিয়ে কলকাতা এখন রাজনৈতিক পরীক্ষাগারের মতো। এখানে আবেগ আছে, মতাদর্শ আছে, প্রতিবাদ আছে, আবার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাও আছে। তবে শেষ পর্যন্ত জনগণের একটাই চাওয়া; স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সুযোগ। আগামী কয়েক বছর ঠিক করে দেবে এই পরিবর্তন সাময়িক ছিল, নাকি সত্যিই বাংলার রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

মাতৃত্ব হল এক আলোকবর্তিকা

শুভজিৎ বসাক

মা, শব্দটি শুধু একটি ডাক নয়, এটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এক বহু মূল্যবান সম্পদ। মা খালি জৈবিক প্রক্রিয়ায় সন্তানকে ধারণ করে তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়ে শুধু লালনপালন করে বড়ই করে না, সন্তান তার জীবনের উদ্দেশ্য বোঝার ক্ষমতা প্রথমে তার মায়ের থেকেই জানতে পেয়ে ধারণা করতে শুরু করে। অতএব মা ব্রহ্মাণ্ডের মতোই এক বিশালাকায় ধারণা, যাকে তাৎক্ষণিক ভাবে ভাবা গেলেও সীমিত কল্পনায় ধরে রাখা দুঃসাধ্য বিষয়। তাই মায়ের গুরুত্ব কখনোই সহজে বোঝানো কঠিন।

মা হলেন স্রষ্টা, তাই একজন স্ত্রী যত সৃষ্টিশীলতায় ভরপুর হয়ে উঠবে ততই তার মাতৃত্ব অর্থবহ হয়ে উঠবে। তাকে প্রথমে জানতে হবে তার অস্তিত্ব ও তার আগামী প্রজন্মের অস্তিত্বের কারণ এবং উদ্দেশ্য। তাকে হতে হবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। দায়বদ্ধহীন মাতৃত্ব সমাজে অহেতুক জনবিস্ফোরণ ঘটায়, এতে বিশ্বের সমস্ত স্তরেই মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। এখানে উল্লেখ্য, জৈব বৈচিত্র্যে অণুবীক্ষণিক থেকে কীটপতঙ্গ সহ সমস্ত জীবেরা তাদের পরিসরের মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের সময়ে ভীষণ কড়া শাসনেই পালন করে আসে, ব্যতিক্রম শুধুই মানুষ।

মাতৃত্ব আজ সমাজে শুধুই গর্ভধারণ করতে পারার এক চাপিয়ে দেওয়া বা শুধুমাত্র নিজের মনগড়া এক ভাবনায় পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা অনুসারে সারা ভারতে ৬৫ শতাংশ নাবালিকা প্রসূতির সংখ্যাধিক্য হয়েছে অর্থাৎ যাদের বয়স ১৮ বছরের কম। এদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ি থেকে পালিয়ে আর বেশ কিছু সংখ্যক পারিবারিক দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছে যে বিষয়টি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই নাবালিকারা নিজেদের চিনে ওঠবার আগেই হয় কালের প্রভাবে যখন মাতৃত্ব ধারণ করে বসে তারা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সুস্থ সন্তানের জন্ম দিলেও আসলে পৃথিবীতে ডেকে নিয়ে আসে এক অপরিপূর্ণ জীবন।

সাথে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অপরিণত বয়সের বিয়েগুলো দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না বা অল্পদিনের মধ্যেই তাদের সম্পর্কে অবনতি দেখা দিতে থাকে যারফলে দৈনন্দিন জীবনে ও পারিবারিক অস্থিরতায় সন্তানেরা বড় হতে থাকে, এই কুপ্রভাব তাদের মানসিকতায় ছাপ ফেলে, তারা অবাধ্য হয়ে ওঠে। সাথে

রয়েছে সুলভে মেলা সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ বিপথগামী বিষয়বস্তু যেখানে বাস্তবিক বোধকে সরিয়ে নিকৃষ্টমানের মানসিকতাকে মেলে ধরার প্রবণতা বেড়েছে যা সহজেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার সুবাদে মানসিক অবসাদকে রীতিমতো আমন্ত্রণ করা হচ্ছে। এরা না নিজেদের ভালবাসতে জানে, না অন্যকে সম্মান দিতে বা ভালবাসতে জেনেছে।

শুধু তাই নয়, মাতৃত্বের মত দায়িত্ব অনেকক্ষেত্রে যৌন বিনোদনের অংশ হয়ে উঠেছে। বহুক্ষেত্রে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের ছেলেমেয়ে শুধুই যৌন সুখের তাড়নায় পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পরে মেয়েটি মাতৃত্ব ধারণ করলে এবং সেটি অনেক দেরিতে বোঝা গেলে সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হয় ঠিকই কিন্তু তার জায়গা হয় আস্তাকুঁড়েতে বা সেই সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যায় তার অভিভাবকেরা।

এদের অধিকাংশকেই উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে পথেঘাটে নানা জায়গায় বিক্রি করে বড় করা হয় যারা সঠিক অভিভাবকত্ব ও শিক্ষার অভাবে নানাভাবে ভিক্ষাবৃত্তি বা অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু সমীক্ষা অনুসারে, ভারতের মতো দেশে বিগত পঁচিশ বছরে প্রায় সোয়া এক কোটি সন্তান এভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং শুধু কলকাতায় গত পনেরো বছরে সাড়ে নয় লক্ষ এমন পথশিশুর সংখ্যাধিক্য হয়েছে যাদের রেলস্টেশন, বাসস্টপ এমন জনবহুল জায়গায় দেখা যায়। তবে উল্লেখ্য এই সামগ্রিক পরিসরটি শুধুই ভারতে নয়, সারা বিশ্বে গত আড়াই দশকে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে যার মধ্যে ভ্রূণ হত্যা বেড়েছে ৬৩ শতাংশ অর্থাৎ মাতৃত্বকে রীতিমতো অতি সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনতে বিশ্ববাসীর প্রচেষ্টার কোনও কার্পণ্য এক্ষেত্রে দেখা যায় না আর এভাবে বৃদ্ধি জনসংখ্যায় দারিদ্র্য বেড়েছে যারসাথে পাল্লা দিয়ে অসাধু কার্যকলাপ সহজেই সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে যারফলে সামাজিক অস্থিরতা, ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতএব মাতৃত্ব শুধুই সন্তান জন্ম দেওয়ার মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায় না, সে অন্ধকারের মধ্যে বয়ে চলা এক তীব্র আলোর বেগ যা আশেপাশে তববশ্যই একইসাথে দূরের সমস্ত বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলতে পারে আর যার অভাবে সারা দুনিয়া অন্ধকারে ডুবে যাবে- একথা বলাইবাহুল্য।

চর্চাবাসর ১৫৮

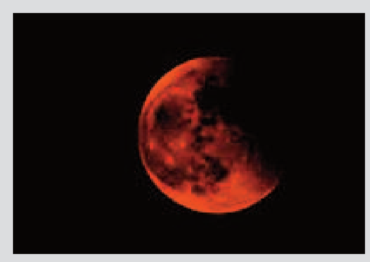

বাংলা শব্দ 'চন্দ্রগ্রহণ' সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত একটি যৌগিক শব্দ, যা দুটি স্বতন্ত্র শব্দকে একত্রিত করে যা চন্দ্রগ্রহণের জ্যোতির্বিদ্যাগত ঘটনা বর্ণনা করে। চন্দ্র (চন্দ্র) সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'চাঁদ'। গ্রহন (গ্রহণ) সংস্কৃত মূল শব্দ গ্রহ (গ্রহ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'ধরে নেওয়া,' 'গ্রহণ করা,' 'ধরা', অথবা 'গিলে ফেলা'।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: বারাসাত সাংগঠনিক জেলায় ৭টি বিধানসভার মধ্যে ৫টি হার, সেই হারের দায়কে মাথায় নিয়ে সাংগঠনিক জেলা সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৪ বারের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। অভিযোগ, তুললেন আইপ্যাক ও ২০১১ এরপর দলের ভুইফোঁড় নেতাদের ঔদ্ধত্য ও বিলাসী রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। রবিবার মধ্যমগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে বসে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই জানালেন কাকলি। তিনি দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন। পাশাপাশি দলনেত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা ব্যস্ত থাকায় তাকে জানাতে পারেনি বলেও এদিন জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, দলের একজন সাধারণ কর্মী ও সাংসদ হয়ে আগামীদিনে কাজ করবেন বলেও জানান। দলের এই দুর্দশা থেকে দলকে আবার তুলে ধরতে পারেন একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেও তিনি দাবি করেছেন। তার এই বক্তব্য থেকে পরিস্কার তিনি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোন নম্বর দিতে নারাজ। যদিও তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম এদিন একবারের জন্যও তিনি উল্লেখ করেননি। দল সদ্য ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, দলীয় কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর, দখল হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে ফল ঘোষণার পর থেকে একবারেও জেলা সভাপতিকে কর্মীদের পাশে দেখা যায়নি। উপরন্তু তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেয়ে গেছেন। দল ও কর্মীরা যেখানে বিপাকে সেখানে হারের দায় নিয়ে তার এই পদত্যাগ রাজনৈতিক মহলে দল বদলের বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। দলের অন্দরে কানাঘুষা চলছিল, বারাসাতে ছেলের টিকিট কনফর্ম করতে না পেরে তিনি দলীয় প্রার্থীদের হয়ে তেমন প্রচার করেন নি। ফলে দল তার উপরে বিরক্ত ছিল। কয়েকবার দলনেত্রী গোপনে ও দলীয় কর্মীদের সামনে তাকে ভৎসনাও করেছিল বলে কর্মীদের দাবি। স্বাভাবিক ভাবেই আগামী দিনে তার সভাপতির পদ থাকতো কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছিল। তার আগেই দলের এই দুর্দিনে নিজের ঠুনকো কারণ দেখিয়ে এই পদত্যাগ ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করাই বলে মনেকরছে তৃণমূল নেতৃত্ব।

হাবড়া পুরসভাকে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ নব-বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: অবৈধ নির্মাণ চলবে না। পুরসভাকেই দায়িত্ব নিয়ে ভাঙতে হবে এমনটাই হুঁশিয়ারি হাবড়ার বিজেপি বিধায়ক দেবদাস মণ্ডলের। হাবড়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের কামারথুবা এলাকায় পুকুর ভরাট করে চলছিল অবৈধ নির্মাণ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিককে সমস্ত বৈধ নথি দেখাতে বললেন। বিধায়ক বলেন, 'নবনির্মীয়মান বিল্ডিং যেটি তৈরি হচ্ছে সেটি অবৈধ। কোনরকম অনুমতি নেই। ফলে পুরসভার দায়িত্ব এটি দেখার তাই পুরসভাকে ভাঙতে হবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভাঙতে হবে।' গোটা রাজ্য জুড়ে চলছে অবৈধ নির্মাণের ক্ষেত্রে তল্লাশি অভিযান। ঠিক একইরকমভাবে হাবড়া থানার বিভিন্ন এলাকার একাধিক অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। এদিন বিধায়ক দেবদাস মণ্ডল অবৈধ নির্মাণকারীর ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, 'আপনি যেই বাড়ি বা গোডাউন তৈরি করছেন, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আপনাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল, কাগজ দেখানোর জন্য এবং ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হল আপনার এই নির্মাণ আপনি নিজ হাতে ভাঙার জন্য। যদি আপনি এটা না করেন তাহলে আইনগতভাবে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: দুর্নীতি, আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেপ্তার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। আবাস যোজনার উপভোক্তাদের কাছ থেকে তোলাবাজির অভিযোগ ছিল ওইপঞ্চায়েত সদস্য সঞ্চিতা ঋষি দাসের বিরুদ্ধে। হাসনাবাদের আল্লানি পঞ্চায়েতের সদস্য ওই অভিযুক্ত সঞ্চিতা ঋষি দাস। তাঁর বিরুদ্ধে আবাস যোজনার বাড়ি যারা পেয়েছিল, সেই সব উপভোক্তাদের কাছ থেকে মোটা টাকা তোলাবাজির অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্চিতা ঋষি দাস।

PALASPAI RAJA RAMMOHAN COLLEGE OF EDUCATION (B.Ed & D.El.Ed)
Recognised by NCTE & Affiliated to B.S.A.E.U. and W.B.B.P.E Address: Hayatpur, Hooghly-712416
Required Assistant Professor (B.Ed Department) for the Post of Political Science, Sanskrit, Santali, Hindi, Computer Science, Bengali, English, Life Science, Mathematics.
Qualification required are as per Latest N.C.T.E Norms.
Willing candidates are requested to send their CV to Email id : palaspairmbedcollege@gmail.com
Sd/- Secretary

NETAJI TEACHERS' TRAINING INSTITUTE
B.ED AND D.EL.ED COMPOSITE UNIT
Recognised by NCTE & Affiliated to B.S.A.E.U. and W.B.B.P.E.
Vill-Kamla, P.O-Ballara, P.S.-Onda, Dist.-Bankura, Pin-722144
Log on: www.nttieducation.wordpress.com
Email: ntti_bankura2014@rediffmail.com
Mobile: 99328 93259 / 97359 24157 / 97325 54012 / 94341 81441
Required Assistant Professor (B.Ed Department) for the post of Education, English, Life Science, Political Science, Mathematics, Physical Science, Hindi, Computer Science. Qualification as per latest NCTE norms.
Interested candidates are requested to send their CV with all testimonials, including scanned copies of Aadhar Card, PAN Card and Colour photo mentioning post applied for within 03 (Three) working day of the advertisement publication date, through our email address.
Email: ntti_bankura2014@rediffmail.com
Sd/- Secretary

ফুটপাথ দখলকারি দোকান উচ্ছেদ অভিযান পুরুলিয়া পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া শহরের ফুটপাথ দখল করে বসে থাকা দোকানপাট উচ্ছেদ অভিযানে নামলো পুরুলিয়া পুরসভা ও পুলিশ। জেসিবি মেশিন দিয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে নিয়মবহির্ভূত বেশ কয়েকটি বাড়ি ভাঙা হয়, উচ্ছেদ করা অবৈধ দোকানপাটগুলি সকাল থেকে পুরুলিয়ার জেলা আদালত মোড় থেকে শুরু করে জেলাশাসক দপ্তর লাগোয়া রাস্তায় অস্থায়ী দোকানপাটগুলি উচ্ছেদ করা হয়। মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। এর আগেও রাজ্যে তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিকবার পুরুলিয়া পুরসভা কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ দোকনমালিকদের ফুটপাথ দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করেই এতদিন দোকানপাট চালিয়ে যাচ্ছিলেন দোকান মালিকেরা। এবার রাজ্য সরকারের পালা বদলের পর পুরুলিয়া শহরকে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে এক্সেন মুড়ে নেমেছে পুলিশ ও পুরসভা। যদিও দোকান মালিকদের অভিযোগ, বহু বছর ধরে তারা অস্থায়ী দোকান চালিয়ে আসছেন। এই দোকানের উপর পরিবারের ভরনপোষণ নির্ভরশীল। এরজন্য এলাকার প্রতিটি অস্থায়ী দোকান থেকে ১০ টাকা করে ট্যাক্স নিত পুরসভা। এদিন হঠাৎ করে পুরসভা কর্তৃপক্ষ এসে নির্দেশ দিয়েছেন, দোকানের জিনিসপত্র অন্যত্র সরাতে হবে এবং অস্থায়ী দোকানগুলি ভাঙা হবে। সেই মতো দোকানের মালিকেরা সকাল থেকে পুরুলিয়া শহরের জেলা আদালত মোড়ের রাস্তার ধারে ফুটপাথ দখল করে থাকা দোকানগুলোর জিনিসপত্র সরানোর কাজ শুরু করেছেন। ব্যবসা চালানোর জন্য পুরুলিয়া পুরসভার কাছে বিকল্প জায়গার দাবি জানাচ্ছেন দোকান মালিকরা।

সরকারি জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় গ্রেপ্তার কোন্নগরের তৃণমূল কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শনিবার হুগলির কোন্নগর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলু পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল করার অভিযোগ অনেক দিনের। রাজ্যে পালাবদল হতেই গ্রেপ্তার কাউন্সিলর বাবলু পাল ওরফে খোকন। পুলিশ এতদিন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ক্ষুব্ধ বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী। কোন্নগর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তিনি। অভিযোগ, সরকারি জমি দখল করে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় তৈরি করেছেন ওই তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলু পাল। একই সঙ্গে অবৈধ ব্যবসা ও সরকারি জমির নকল কাগজপত্র

তৈরি করে তা বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে বাবলু পালকে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ এদিন গ্রেপ্তার করে। বিধায়কের প্রশ্ন, এলাকার লোকজনের এত অভিযোগ থাকার পরেও কেন পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি? এ নিয়ে তিনি কোন্নগর ফাঁড়ির ইনচার্জ বিশ্বজিৎ পালের বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া থানার আইসি ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগও জানান। বিধায়কের বক্তব্য, 'এ রকম পুলিশ অফিসারকে আমার বিধানসভা এলাকায় থাকতে দেব না।'

পশ্চিমবঙ্গে স্বচ্ছ নিয়োগে আসছে আইন, বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর বিধায়ক জানান, যে সরকারি জমি এই কাউন্সিলর দখল করে রেখেছেন, সেই বেআইনি দখলে এবার বুলডোজার চলবে। তার খরচ নেওয়া হবে তৃণমূল কাউন্সিলরের কাছ থেকেই। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব অভিযুক্ত শিক্ষকের, পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: কুপ্রস্তাব ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপক। অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ সিউড়ি আদালতের। অভিযোগ, ২০ মে সিউড়ি রক্ষাকালী তলায় প্রাইভেট টিউশন পড়তে আসা এক ছাত্রীকে অভিযুক্ত অধ্যাপক শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর ছাত্রীর বাবা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধীনে সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ অভিযুক্ত সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের ফিজিক্যাল এডুকেশনের অধ্যাপক বাপ্পা সাঙ্গুইকে গ্রেপ্তার করে। রবিবারই আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তকে। সরকার পক্ষের আইনজীবী শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় জানান, বিচারক অভিযুক্তকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন, আগামী ২৯ মে

অভিযুক্তকে ফের সিউড়ি আদালতে তোলা হবে। যদিও এই ঘটনাকে পুরো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর দাবি করেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী নির্মল মণ্ডল। তিনি বলেন, ছাত্রী পড়তে এসে অধ্যাপকের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেন শিক্ষক। সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি। শুধু এখানেই নয় ছাত্রী তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে অধ্যাপকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। একই কথা জানিয়েছেন সহপাঠীরাও ওইদিন প্রাইভেট টিউশনে একই ব্যাচে পড়তে আসা ছাত্র সৌম্যদীপ গোস্বামী বলেন, টিউশন চলাকালীন ওই ছাত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে স্যারের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, স্যার তার প্রতিবাদ করেন এবং মেয়েটির আনা অভিযোগ ভুল এবং কোনও ধরনের শ্লীলতাহানির ঘটনা সেদিন ঘটেনি তাও জানায় ছাত্রটি।

দুর্ঘটনা রুখতে জাতীয় সড়কে ট্রাফিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দিন হোক বা রাত, জাতীয় সড়কে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা, তার জন্য এবার অভিযানে নামলো কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বেআইনিভাবে পার্কিং করে রাখা লরি ও অন্যান্য ভারী যানবাহনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। শনিবার রাত থেকে শুরু হয় এই অভিযান। কাঁকসা বাঁশকোপা টোল প্লাজা থেকে জাতীয় সড়কের দুই ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বেআইনিভাবে গাড়ির চালকদের দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করার পর তাদের নথিপত্র খতিয়ে দেখেন কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি আশরাফুল ইসলাম ও ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। একদিকে বিভিন্ন ভারী যানবাহন জাতীয় সড়কের অধিকাংশ জায়গা দখল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। যার কারণে জাতীয় সড়ক সংকীর্ণ হয়ে যায়। দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলের সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। অন্যদিকে, বেআইনিভাবে পার্কিং করা গাড়িগুলি হঠাৎ জাতীয় সড়কের উঠতে যাওয়ার সময় পিছন থেকে আসা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় কবলে পড়ছে। তাই জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনা রুখতে পুলিশের পক্ষ থেকে এই অভিযান চালানো হয়। অন্যদিকে বেআইনিভাবে পার্কিং করা গাড়ি চালকেরা গাড়ি দাঁড় করানোর বিষয়ে নানান অজুহাত দিতে থাকে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দুর্ঘটনা রুখতে তাদের এই অভিযান লাগাতার চলবে।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
ক্লিনিকোসিস প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৪র্থ তল, এফএল-২, ২৪/৯৭ (১) মতিলাল কলোনি এলপি-১১৪/৪, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৮
-আবেদনকারী কোম্পানি

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, মহারাষ্ট্র মুম্বই অধিক্ষেত্র অধীন "মহারাষ্ট্র রাজ্যে" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর এর নিকট নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

রিজিওনাল ডিরেক্টর-ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, নিজাম প্যালেস, সেকেন্ড এমএসও বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড কলকাতা - ৭০০ ০২০	ক্লিনিকোসিস প্রাইভেট লিমিটেড **রেজিস্টার্ড অফিস :** ৪র্থ তল, এফএল-২, ২৪/৯৭ (১) মতিলাল কলোনি এলপি-১১৪/৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৮

তারিখ : ২৫ মে ২০২৬
স্থান : মুম্বই

আবেদনকারীর পক্ষে
স্বা/-
রোহিত শ্রীবাস্তব
ডিরেক্টর
ডিন : ১০১১৪৩১৪

উদ্ধার বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের ট্রাই সাইকেল

কাঠগড়ায় হরিশাড়ার উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিউড়ি: চুরি বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সহায়তা প্রকল্পতেও! অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। সাঁইথিয়া বিধানসভার অন্তর্গত হরিশাড়া পঞ্চায়েতে উপপ্রধান জীবন ঘোষালের বাগডাঙা মোড়ে বালিরঘাটে যে বাড়ি সেই বাড়িতেই উদ্ধার হয়েছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সহায়তার জন্য ব্যবহৃত ট্রাই সাইকেল এবং তা সংখ্যায় অনেক। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর ব্যানার্জীর উদ্যোগে সাঁইথিয়া থানা সেগুলি উদ্ধার করে। উদয় শঙ্কর ব্যানার্জীর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের আমলে প্রতিবন্ধীদের সহায়তার জন্য যে সমস্ত সরঞ্জাম এসে পৌঁছাতো সেগুলি জীবন ঘোষাল তাঁর এই বাড়িতেই রেখেছিল, সাধারণ প্রতিবন্ধী মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা ঘুর পথে এগুলি বিক্রি করা হতো। তাই

অবিলম্বে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবহৃত এই জিনিসপত্রগুলি প্রতিবন্ধীদের না দেওয়ার অভিযোগ ও সরকারি জিনিস আত্মসাৎ করার জন্য জীবন ঘোষালকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন উদয় শঙ্কর ব্যানার্জী।

মগরায় ফুটবল টুর্নামেন্টের ম্যাচ ঘিরে বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মারধরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন রেফারি। হুগলির মগরায় আইএফএ স্টেট ইউথ লিগ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল টুর্নামেন্টের ম্যাচ ঘিরে এমন অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছে শনিবার। ফুটবল মাঠে রেফারি তির বেগে ছুটছেন, পিছনে ছুটছেন ফুটবলাররা। তারপরে মাঠে ফেলে বেদম মার দেওয়া হলো সহকারি রেফারিকে। অভিযোগ, অফসাইডে গোল বাতিল হতেই ক্ষুব্ধ ফুটবলাররা হামলা করেন রেফারির উপর। আরও এক সহকারি রেফারি ছিলেন এক মহিলা, তাঁকেও হেনস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিন মগরার নতুন গ্রাম সন্তান সংঘের মাঠে এই ঘটনা ঘটেছে। খেলা ছিল ভবানীপুর ক্লাব ও হুগলি সিটি ক্লাবের মধ্যে। খেলা প্রায় শেষে ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল ভবানীপুর ক্লাব। সেই সময়ে হুগলি সিটি ক্লাব একটি গোল করে। সহকারি রেফারি অফসাইডের জন্য ফ্ল্যাগ তোলেন। অফসাইড দেখিয়ে রেফারি বাঁশি বাজাতেই ক্ষেপে ওঠেন সিটি ক্লাবের ফুটবলাররা। কেন গোল বাতিল হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলে চড়াও হন তাঁরা। ঘটনার সময়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, রেফারি মাঠে ছুটছেন, তাঁর পিছনে তাড়া করেছেন কিছু ফুটবল টিমের জার্সি পরা কিছু তরুণ। অভিযোগ, তাঁরা হুগলি সিটি ক্লাবের ফুটবলার। মারধরের পরে মাঠে শুয়ে পড়েন অসুস্থ সহকারী রেফারি। পরিস্থিতি গুরুতর বুঝে তাঁর দিকে ছুটে যান মাঠে উপস্থিত আইএফএ-র ফিজিও। তিনি আক্রান্ত রেফারির বুকে পাম্প করে তাঁকে সুস্থ করেন। আইএফএ কর্মকর্তা অনির্বান দত্ত বিষয়টি জানতে পেরে মগরা থানায় ফোন করেন। তারপরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। ভবানীপুর এফসির গোলকিপার কোচ মিঠুন দত্ত বলেন, 'আমরা দুই গোলে জিতছিলাম। অপনেন্ট দল গোল করে তখন মহিলা রেফারি অফসাইড দেন। এরপরেই লাইন্সম্যানের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। তাঁকে মারধর করা হয়। মহিলা রেফারিকেও মারধর করা হয়।'

সেবা পরিষদের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার পূর্ব বর্ধমান সেবা পরিষদের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের পক্ষে শুভম নিয়োগী জানান ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রায় রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে জেলা জুড়ে। রক্তের সংকট মেটাতে আজকে এই রক্তদান শিবির। প্রায় তিন শতাধিক মানুষ একদিন রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা, প্রাক্তন জেলা সভাপতি তথা রাজ্য কমিটির সদস্য সন্দীপ নন্দী, মেমারি বিধানসভার বিধায়ক প্রমুখ।

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN : L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন নং : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৯৬ ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৪৮
ইমেল : share.dept@bata.com I ওয়েবসাইট : www.bata.in

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড ("কোম্পানি")-এ ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ার, যেগুলির লভ্যাংশ টানা সাত বছর ধরে দাবিহীন বা অপ্রদেয় রয়েছে, সেগুলিকে 'ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি - কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়' (আইইপিএফ)-এর ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত) ("আইন")-এর ধারা ১২৪(৬) এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষ (হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা, স্থানান্তর এবং ফেরত) বিধিমালা, ২০১৬ (সংশোধিত) ("আইইপিএফ(এএটিআর) বিধিমালা, ২০১৬") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ম, বিজ্ঞপ্তি এবং সার্কুলার, যদি থাকে, অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানিকে সেই শেয়ারগুলি, যেগুলির লভ্যাংশ টানা সাত (৭) বছর ধরে অপ্রদেয়/ দাবিহীন রয়েছে, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য নির্দেশ দেওয়ায়, সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের তাদের সর্বশেষ উপলব্ধ ঠিকানায় আমাদের পৃথক যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এটি জানানো হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে, যে সকল শেয়ারহোল্ডার ২০১৮-১৯ সাল থেকে তাদের লভ্যাংশ নগদায়ন করেননি (অর্থাৎ, ২০১৮-১৯ সাল থেকে ঘোষিত কোনো লভ্যাংশই দাবি বা নগদায়ন করা হয়নি), তাদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আইইপিএফ বিধি অনুসারে কোম্পানি কর্তৃক উক্ত শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ www.bata.in-এর 'ইনভেস্টর রিলেশনস' বিভাগে পাওয়া যাবে।

কোম্পানির যে সকল শেয়ারহোল্ডার এখনও তাদের লভ্যাংশ নগদায়ন করেননি, তাদেরকে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী লভ্যাংশ দাবি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আবেদনপত্রে শারীরিক স্বাক্ষরসহ একটি লিখিত আবেদন করতে হবে, যেখানে পিন কোড, ফোলিও নম্বর / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি সহ সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে প্রথম/একমাত্র ধারকের নাম, ব্যাংক, শাখা, অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমআইসিআর কোড, আইএফএসসি ইত্যাদির বিবরণসহ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিলকৃত মূল চেকের পাতা জমা দিতে হবে। অন্যথায়, ব্যাংক কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়িত ব্যাংক পাসবুক/স্টেটমেন্টের একটি অনুলিপি (এক মাসের বেশি পুরোনো নয়) জমা দিতে হবে, যেখানে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ থাকবে। এছাড়াও, নিবন্ধিত শেয়ারহোল্ডার(দের), অর্থাৎ যৌথ ধারক(দের) সহ, আয়কর প্যান কার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)-এর কাছে জমা দিতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন ডিম্যাট মোডে থাকা শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিপরীতে অবিলম্বে তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি)-এর মাধ্যমে ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে নিজেদের ইমেল আইডি রেজিস্টার করেন।

আইইপিএফ বিধি মেনে চলার জন্য, কোম্পানি ইক্যুইটি শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া শুরু করবে, যদি না ১৮/০৬/২০২৬ তারিখের মধ্যে কোম্পানি/এর রেজিস্ট্রার কোনো ইস্যু অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে একটি বৈধ দাবি পেয়ে থাকে। এরপর আইইপিএফ বিধি অনুসারে আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত এই ধরনের শেয়ারগুলির বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি করা যাবে না।

যেসব শেয়ারহোল্ডার(গণ)-এর ইক্যুইটি শেয়ার আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হওয়ার কথা, তাঁরা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে আইইপিএফ বিধি অনুসারে :

- **ফিজিক্যাল মোডে অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে :** ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যু করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি)কে ডিম্যাট ফর্মে রূপান্তর করে শেয়ারগুলি আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের অনুকূলে স্থানান্তর করবে। শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং হস্তান্তর অযোগ্য বলে গণ্য হবে।
- **ডিম্যাট ফর্মে ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে :** সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি কর্পোরেট কার্যক্রমের মাধ্যমে হস্তান্তরযোগ্য ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টের অনুকূলে হস্তান্তর কার্যকর করবে।

শেয়ারহোল্ডাররা অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, দাবিহীন/অপ্রদেয় লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ, যদি থাকে, তবে সেই ইক্যুইটি শেয়ারের উপর অর্জিত সুবিধাসহ, আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করা যেতে পারে। এর জন্য নির্ধারিত ওয়েব ফর্ম আইইপিএফ-৫ (যা www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় / উক্ত ওয়েব ফর্মের ওয়েবপেজের ঠিকানা আমাদের ওয়েবসাইট www.bata.in-এও দেওয়া আছে) ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং এরপর যাচাইয়ের জন্য ফর্ম আইইপিএফ-৫-এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ এর যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত (কোম্পানি/ডিপোজিটরির কাছে সংরক্ষিত নমুনা স্বাক্ষর অনুযায়ী) নথির অনুলিপি কোম্পানিতে পাঠাতে হবে। আরও তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, নিম্নলিখিত ঠিকানাগুলির যেকোনো একটিতে যোগাযোগ করুন :

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস এবং শেয়ার ডিপার্টমেন্ট : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ টেলিফোন : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৯৬; ফ্যাক্স : ০৩৩ ২২৮৯৫৭৪৮ ইমেল : share.dept@bata.com ওয়েবসাইট : www.bata.in	**এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত) ইউনিট : বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড সি ১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই - ৪০০০৮৩ টেলিফোন : ৮১০৮১১৬৭৬৭; ফ্যাক্স : ০২২ ৪৯১৮৬০৬০ ইমেল : Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ২৩.০৫.২০২৬

জঙ্গলমহল হাসছে এটা মিথ্যাচার, অভিমত অধিকাংশ আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জঙ্গলমহল ও সেখানকার আদিবাসীদের ব্যাপক উন্নয়ণ করেছেন বলে প্রায় প্রতিটি সভায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দাবি করে এসেছেন। সেই আদিবাসীরাই আজ তার পাশে নেই। তাঁদের বক্তব্য, এসব বলে তাঁদের ব্যবহার করা হয়েছে। জঙ্গলমহল হাসছে শুধু তিনি ও তাঁর দলই দেখেছে। আদিবাসীদের চোখের জলকে হাসি বলে ভেবেছেন তারা। গত বুধবার বান্দোয়ানের ধাদকা পাটকিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত বর্তমান সরকারের জন ভাগিদারি অভিযান শিবিরে এমনই অভিযোগ করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন জঙ্গলমহলবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, গত সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভান্ডার, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, শিল্পী ভাতা, আবাস যোজনার কোনও সুবিধাই সাধারণ মানুষ পায়নি। জামজোড়ার কৌশল্যা সিং, প্রমথ সরেন এবং পুনস্যার পঙ্কজ সিং ও অমৃতা সিং-সহ অনেকের অভিযোগ, 'গত সরকারের দুয়ারে ক্যাম্পে আবেদন করেও, কোনও সাড়া মেলেনি।' বৃহস্পতিবার রানিবাঁধ বাজারে সাইকেলে করে তালপাতার পাখা বিক্রি করতে আসা মঙ্গল শবর, বন থেকে কুড়িয়ে আনা বেল ও খেজুর বিক্রি করতে আসা সজনী সরেন ও খেজুর পাতার ঝাড়ু বিক্রি করতে আসা নিতু সিং একইভাবে নিজেদের ক্ষোভ জানান।

এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত রবিবার রাজ্যের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডুকেও একই অভিযোগ তুলে সরব হতে দেখা যায়। 'আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অর্থ ব্যবহার করে রাজ্যে সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল বিলি করা হয়েছে' বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি। মন্ত্রী ক্ষুদিরাম বলেন, 'আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরে দুর্নীতির যে সব অভিযোগ রয়েছে, সেগুলির বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। আদিবাসী দপ্তর তৃণমূলের হাতের খেলনা ছিল। সেই কারণেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই দপ্তর নিজের হাতে রেখেছিলেন। এই দপ্তরের টাকা তিনি অপব্যবহার করেছেন। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় কিভাবে দুর্নীতি হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'মুড়ি-মুড়কির মতো আদিবাসী সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়ে অনেকে সরকারি চাকরি পেয়েছেন, আবার অনেকে কলেজ ও ডাক্তারি পড়ার সুযোগও পেয়েছেন। এই সমস্ত ভুয়ো সার্টিফিকেট খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বিভাগীয় আধিকারিকদের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্পের খরচ এবং সার্টিফিকেট ইস্যু সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হবে।' জঙ্গলমহল ও আদিবাসী সমাজে ক্ষুদিরাম টুডুর এই মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বর্তমান সরকারের জন ভাগীদারি অভিযান শিবিরগুলিতে তার উত্তাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিজেপি নেতা তথা আইনজীবীকে দিবালোকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা চাঁচলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ধারাল অস্ত্র দিয়ে এক বিজেপি নেতা তথা আইনজীবীকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার চাঁচলে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বিজেপি কর্মীকে ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। রবিবার সকালে এই ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় চাঁচল থানার আশাপুর এলাকায়। বিজেপির শতাধিক কর্মী ও সমর্থকেরা দফায় দফায় আশাপুর এলাকায় রাজ্য সড়কের উপর টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। সেই পরিস্থিতিতেই একজন হামলাকারীকে পুলিশ শনাক্ত করে

আটক করলে জনতার রোষ গিয়ে পড়ে তার উপর। শুরু হয় গণপিটুনি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষিপ্ত বিজেপি কর্মীদের হাত থেকেই অভিযুক্তকে উদ্ধার করে চাঁচল থানার পুলিশ। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর নাম কিরণ সাহা (৩০)। তিনি পেশায় চাঁচল মহকুমা আদালতের একজন আইনজীবী। তাঁর বাড়ি চাঁচল শহরে। দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তি বিজেপির শাখা সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। এবং চাঁচলের একজন সক্রিয় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মোটরবাইকে করে ব্যক্তিগত কাজে আশাপুর এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন কিরণ সাহা। সেই সময় কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে এবং একজন হামলাকারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি হামলা চালায় বলে অভিযোগ। পরে সংকটজনক কাকে ভর্তি করানো হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজে।

আক্রান্তের ভাই কৃষ্ণ সাহা জানিয়েছেন, 'দাদা কোনদিন কোনও ঝামেলার মধ্যে ছিল না। রাজনৈতিকভাবে তার কোনও শত্রুও নেই। কিন্তু অদ্ভুতভাবে এদিন কয়েকজন দুষ্কৃতী মাংস কাটার হাতিয়ার নিয়ে দাদার ওপর হামলা চালায়। স্থানীয় মানুষ ছুটে না আসলে হয়তো দুষ্কৃতীরা দাদাকে খুন করে ফেলত।' এরপরেই পথ অবরোধ এবং বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। পুরনো কোনও আক্রোশের জেরেই হয়তো এই ঘটনাটি ঘটেছে। বিজেপি শাখা সংগঠন বজরং দলের উত্তর মালদার সংযোজক ঋতম দাস বলেন, 'বিজেপির সক্রিয় কর্মী তথা ওই আইনজীবীকে এভাবে খুনের চেষ্টা করেছেন তাদেরকে কোনভাবেই প্রশাসন যাতে না ছাড়ে সেই দাবিতে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।' চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একজনকে আটক করা হয়েছে।

অভয়ার ছবি সামনে রেখে বুলডোজারে চেপে বিজেপির বিজয় মিছিল ইন্দাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: অভয়ার ছবি সামনে রেখে বুলডোজারে চেপে বিজয় মিছিল করল বিজেপি। রবিবার বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসে বিজেপির ইন্দাস মণ্ডল-১ এর উদ্যোগে এই বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলকে ঘিরে এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। এদিন মিছিলের পাশাপাশি পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ঝালমুড়ি, লাড্ডু ও পানীয় জল বিতরণ করা হয়।

বিজয় মিছিলে বিজেপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ে। ইন্দাস গ্রাম বাজার এলাকা জুড়ে মিছিল ঘিরে ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। বুলডোজারে চেপে এবং হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে কর্মী-সমর্থকেরা স্লোগানে মুখর করে তোলেন গোটা এলাকা। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয়

নেতা-কর্মীরা। দলের ইন্দাস মণ্ডল-১ এর সহ সভাপতি সৌরভ বৈরাগ্য দাবি করেন, 'নতুন সরকারের আমলে আর সিণ্ডিকেট রাজ চলবে না। মহিলারাও নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবেন।' তিনি আরও বলেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছরের সিণ্ডিকেট রাজের বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েই বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছেন। মানুষের সেই আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সবসময় মানুষের পাশে থাকব।' মিছিল চলাকালীন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বহু মানুষও এই বিজয় উৎসবে অংশ নেন। কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে গোটা ইন্দাস এলাকায় উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। পরে ইন্দাস বাজার পরিক্রমা করে মিছিলটি শেষ হয়।

খানাকুলে সেচ খাল উদ্ধারে বুলডোজার নীতি বিধায়ক সুশান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলনের পর অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখলেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। প্রশাসনের উপস্থিতিতে জেসিবি দিয়ে সেচ খালের ওপর গড়ে ওঠা একাধিক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। চললো বুলডোজার নীতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে খানাকুলের মায়াপুর থেকে গড়েরঘাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সড়কের দুই পাশে থাকা অরোরা খাল ও সংলগ্ন সেচ খালের উপর দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দোকানঘর ও বিভিন্ন নির্মাণ তৈরি করা হচ্ছিল। অভিযোগ, একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তৃণমূল নেতাদের ইন্ধনে এবং কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের মদতে সরকারি জমি দখল করে এই নির্মাণ চালিয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে খালের স্বাভাবিক জলপ্রবাহ বন্ধ হতে শুরু করে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন এলাকার কৃষকরা। বিশেষ করে বোরো ধান চাষের সময় সেচের জল না পৌঁছনোয় বহু জমি কার্যত অনাবাদি হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। ২০২১ সালে খানাকুলে বিজেপি জয়ী হলেও রাজ্যে তৃণমূল সরকার থাকায় সেই সময় আন্দোলন করেও কার্যকর পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি বিজেপির। সেই সময় থেকেই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে একাধিকবার আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং রাস্তা অবরোধ করেন বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। কিন্তু অভিযোগ, তাতেও অবৈধ নির্মাণ বন্ধ হয়নি। বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ফের বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হয়েছেন সুশান্ত ঘোষ। এরপরই প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে সেচ খাল উদ্ধারের কাজে নামেন তিনি। রবিবার পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে আইন মেনে বুলডোজার চালিয়ে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়। এদিন ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'রাস্তার দুই পাশে সেচ খালের ওপর অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছিল। তৃণমূল নেতাদের ইন্ধনে এসব হয়েছে। আমি বহুবার আন্দোলন করেছি, রাস্তা অবরোধ করেছি। কিন্তু তখন কোনও কাজ হয়নি। সেচ খাল বুজিয়ে ফেলার ফলে কৃষকদের চাষের জল আসছিল না। নদীতে জল থাকলেও খালে জল ঢুকতে পারছিল না। এতে বোরো চাষ ভয়াবহ সমস্যার মুখে পড়ে। সরকারি জমি দখল করে কেউ অবৈধ নির্মাণ করতে পারে না। তাই আইন মেনেই এই সব নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে। আগামী দিনে সারা খানাকুল জুড়ে এই অভিযান চলবে।' স্থানীয় কৃষক নিতাই মালিক বলেন, 'আমরা বহু বছর ধরে জল সমস্যায় ভুগছি। আগে এই খাল দিয়ে সহজেই জমিতে জল আসতো। কিন্তু খালের উপর একের পর এক দোকান আর ঘর তৈরি হওয়ায় জল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বোরো ধানের সময় পাম্প চালিয়েও ঠিকমতো জল পাওয়া যেত না। ফলে চাষের খরচ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এবার যদি খাল পরিষ্কার হয় তাহলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে।'

বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙার বেড়াবেড়িয়া পঞ্চায়েতের গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তা স্তার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। রবিবার সকালে রাস্তার ওপর টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন এলাকার মানুষজন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৯ মাস আগে রাস্তার কাজ শুরু হলেও, তারপর নানান কারণে ও পরবর্তী ভোট সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমানে রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় পাথর বেরিয়ে এসে কঙ্কালসার চেহারা নিয়েছে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে রাস্তার ওপর ছড়িয়ে থাকা পাথর গাড়ির চাকার নিচে পড়ে যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের দাবি, একাধিকবার পঞ্চায়েতকে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়েই প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধের পথে নামেন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় আমডাঙা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। অবরোধের জেরে এলাকায় যান চলাচলে সাময়িকভাবে ব্যাঘাত ঘটে।

দুর্গাপুরে গ্রেপ্তার তোলাবাজ রাজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: তোলাবাজি ও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হল সুদীপ গুন ওরফে রাজা গুন। নিউ টাউনশীপ থানা-র পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তোলাবাজির পাশাপাশি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগও রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুদীপ গুন-কে বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলের মিটিং-মিছিলেও দেখা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসক দলের ছত্রছায়াতেই দীর্ঘদিন ধরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল অভিযুক্ত। এছাড়াও, একাধিক অবৈধ লোহা কারবারের সঙ্গেও রাজা গুনের যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই প্রসঙ্গে রাজিব ব্যানার্জি নামে এক বিজেপি সমর্থক জানান, স্থানীয় দুই তৃণমূল কাউন্সিলরের ছত্রছায়ায় এই রাজা গুন বিগত ১০

বছর ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালিয়েছে। ২০২১ সালে বিজেপির পরাজয়ের পর তার বাড়িতে গুলি চালায় এই রাজা এবং তার লোকজন। সেই মুহূর্তে তৃণমূলের সন্ত্রাসের কারণে থানায় অভিযোগ করা যায়নি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে সেই অভিযোগ করা হয়েছে এবং পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে গ্রেপ্তার হয়েছে রাজা গুন। তিনি বলেন, 'আমি আশা করব, তার সাথে যারা আরও জড়িত ছিল তারা সকলেই গ্রেপ্তার হবে এবং তাদের স্থান হবে ফুলঝোড় জেল।'

তৃণমূলী সন্ত্রাসের অভিযোগ, কাঁকসা থানার দ্বারস্থ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ও কর্মীদের উপর ব্যাপক অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। অত্যাচারের কারণে ভয়ে অনেকেই ঘর ছাড়া ছিল। গত ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালির স্ত্রীকে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছিল। অভিযোগ সেই সময় বুথ দখল করে তৃণমূল ভোট লুট করে। এলাকায় সন্ত্রাস চালায়। প্রাণের ভয়ে সকলকে বাড়ি ছাড়া থাকতে হয়ে। গত বিধানসভা ভোটের আগেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। কর্মীদের মনে সাহস বাড়লেও এখনো কিছু তৃণমূল নেতার হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপির কর্মীদের বলে অভিযোগ। তাই এবার মনে সাহস পেয়ে কাঁকসা থানায় এলাকার তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঢালি। পাশাপাশি এই ধরণের ঘটনায় তার সঙ্গে

আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীও এদিন থানায় অভিযোগ জানায়। ইন্দ্রজিৎ ঢালি জানিয়েছেন, 'প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক। পাশাপাশি এলাকায় যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে সেই দিকেও কড়া নজরদারি রাখুক প্রশাসন।'

তোলাবাজিতে ধৃত বাঁকুড়ার তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এক ব্যবসায়ীকে ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বাঁকুড়া শহরের দাপুটে তৃণমূল নেতা তথা বাঁকুড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পিঙ্কি চক্রবর্তীর স্বামী বাপি চক্রবর্তী। গত ২০ মে প্রভাত রঞ্জন গুপ্ত নামের এক ব্যবসায়ী বাপি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে ২ লক্ষ টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ দায়ের করেন বাঁকুড়া সদর থানায়। তারপর থেকেই বাপি চক্রবর্তীর খোঁজ চালাচ্ছিল পুলিশ। গতকাল গভীর রাতে বাপি চক্রবর্তী বাঁকুড়া সদর থানায় আত্মসমর্পণ করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। রবিবার ধৃতকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২০২৩ সালে বাঁকুড়ার কেন্দুয়াডিহি এলাকায় নিজের জায়গায় একটি দোকান করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করেন পেশায় রঙয়ের ব্যবসায়ী প্রভাত রঞ্জন গুপ্ত। অভিযোগ নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে ওই নির্মাণকাজ আটকে দেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী তথা এলাকার দাপুটে তৃণমূল নেতা বাপি চক্রবর্তী। পরে ওই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকা 'তোলা' চান বাপি

চক্রবর্তী এমনটাই অভিযোগ। ব্যবসায়ী নিজের অভিযোগপত্রে জানান, ভয়ে সে সময় বাধ্য হয়ে ওই ২ লক্ষ টাকা নগদে বাপি চক্রবর্তীকে তোলা দেন তিনি। ব্যবসায়ীর দাবি, শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা হওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতেও পারেননি। তবে রাজ্যে পালাবদল হতেই গত ২০ মে বাঁকুড়া সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই রঙ ব্যবসায়ী।

বিজেপি কর্মীকে থানায় চর, প্রতিবাদে কাঁকসা থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার কাঁকসা থানায় বসে একটি পাড়ার সমস্যা মেটানো হচ্ছিল দুই পক্ষকে নিয়ে। সেই সময় কাঁকসা থানায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কর্মী প্রসেনজিৎ সিকদার। তার অভিযোগ, তিনি থানায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে গেলে কাঁকসার শেরপুরের মহিলা তৃণমূল কর্মীরা তাকে ধমক দেয়। এরপরেই তাকে কাঁকসা থানার এক পুলিশ কর্মী চর মারেন সকলের সামনে। তাতে তার সম্মানহানি হয় বলে অভিযোগ। রবিবার ওই পুলিশ কর্মীকে সকলের সামনে ক্ষমা চাওয়ার দাবি নিয়ে কাঁকসা থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে কাঁকসা থানায় গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে, তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। শুরু হয় বিধায়কের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। থানা চত্বরে বেশ কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে কর্মীদের শান্ত করে কাঁকসা থানায় বিধায়ক বৈঠকে বসেন কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে। পরে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে কর্মীদের শান্ত করে বিক্ষোভ উঠিয়ে দেন বিধায়ক রাজু পাত্র।

বোল্লা কালী মন্দিরে নয়া স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বোস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাগ্রত পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত শতাব্দী প্রাচীন বোল্লা কালী মন্দিরে পুজো দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বোস। রবিবার সকালে তিনি উত্তরবঙ্গের এই ঐতিহ্যবাহী মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেবীর চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। এদিন অধ্যক্ষের এই সফরকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ও ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এক প্রতিনিধি দল, যার মধ্যে ছিলেন তপন বিধানসভার বিধায়ক বুধরাই টুডু, বালুরঘাটের বিধায়ক বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং বিজেপির ওবিসি মোর্চার রাজ্য সভাপতি শুভেন্দু সরকার। এছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার-সহ দলের একাধিক বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও স্থানীয় আধিকারিকরা তাঁর সঙ্গে মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। মায়ের পুজো দেওয়ার পর বোল্লা কালী মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কোনও আসীন অধ্যক্ষ এই জাগ্রত মন্দিরে পদধূলি দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে ঘিরে স্থানীয় সাধারণ মানুষের মধ্যে খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। অধ্যক্ষকে দেখার জন্য ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারাও। শুভ প্রামাণিক নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে জানান, উত্তরবঙ্গের এই প্রাচীন মন্দিরে বিধানসভার অধ্যক্ষের আগমন তাঁদের কাছে অত্যন্ত গর্বের।

কুরবানি নিয়ে রাজ্য সরকারের নির্দেশই মেনে চলার পরামর্শ হুগলির মুসলিম সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: ১৪ বছরের কম বয়সি গোরু জবাই করা যাবে না। আর এবার কুরবানি নিয়ে রাজ্য সরকারের সেই নির্দেশই মেনে চলার পরামর্শ মুসলিম সংগঠনের। সামনেই কুরবানি ইদ। আর বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই পশু জবাই সংক্রান্ত আইন কার্যকর করেছে। 'তানজিম উলেমায়ে আহলে' সংগঠনের নেতৃত্ব চুঁচুড়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়ে দেওয়া হয়, বকরি ইদে শুধু গোরু নয় অন্যান্য পশু কুরবানি দেওয়ার প্রথা রয়েছে। তাই গোরু জবাই নিয়ে নির্দেশিকা মেনে অন্য পশু কুরবানি দেওয়া যেতে পারে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মৌলানা কামরুদ্দিন কমর আলি, বাসুবাটির মাজার শরীফের পীরজাদা সৈয়দ সামিরুল ইসলাম, মুখপাত্র আদনান রাজারা আরও জানান, মসজিদে লাউড স্পিকার বাজানো এবং রাস্তায় নামাজ পড়ার বিষয়ে যে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে সেটাও মেনে চলা উচিত। কারণ জোরে

স্পিকার বাজলে অনেক মানুষের অসুবিধা হয়। ধর্মীয় স্থান কোনও অনুষ্ঠান বাড়ি বা সাংস্কৃতিক কোনও অনুষ্ঠান সেখানেও জোরে স্পিকার বাজানো থেকে বিরত থাকা উচিত। এক কথায় মানুষের অসুবিধা হয় এমন কোনও কাজও করা উচিত নয়। যুক্তি দিয়ে সংগঠন বলে, মুসলিমরা সাধারণত মসজিদে নামাজ পড়েন। কলকাতার দু-এক জায়গায় রাস্তায় নামাজ পড়ার কারণ হিসেবে দেখা যায়। এখানে অনেক ব্যবসায়ী বাইরে থেকে আসেন তাঁরা অনেক সময় কাছাকাছি মসজিদে নামাজ পাঠ করতে চলে যান। রাস্তা আটকে মানুষের অসুবিধা করে নামাজ না পাঠ করাই ভাল। এখানেই শেষ নয়, হুগলি জেলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এবং রাজ্যের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়, কোনও পরিস্থিতিতেই নিজের হাতে আইন তুলে নেবেন না। প্রয়োজনে স্থানীয় যারা ইমাম বা মৌলবি রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলুন। কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই। রাজনৈতিক নেতারা নানা সময়ে মুসলিমদের ব্যবহার করেছে বলেও অভিমত সংগঠনের। তাই সরকার যেটা বলছে সেটা মেনে চলাই শ্রেয়।

প্রখর গরমে বাঁকুড়ায় মাটির হাঁড়ি, খাটিয়া, তালপাতার পাখায় স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যত গরম বাড়ছে ততই পালটে যাচ্ছে বাঁকুড়া-সহ রাঢ় বাংলার চিত্র। গরম থেকে নিষ্কৃতী পেতে ঐতিহ্যবাহী উপকরণ আর খাবারের ওপর জোর দিচ্ছে অধিকাংশ পরিবার। রাঢ়ের অধিকাংশ বাড়িতেই সকলকে খোলামেলা জায়গায় দড়ির খাট বা খাটিয়া পেতে তালপাতারপাখায় হাওয়া খেতে খেতে বিশ্রাম নিতে বা ঘুমাতে দেখা যায়। অতিথি আপ্যায়নের জন্যেও এই খাটিয়াই সম্বল। তাই বিভিন্ন গ্রামে জোরকদমে তৈরি হচ্ছে খাটিয়া ও তালপাতার হাতপাখা। জেলার বিভিন্ন বাজারে চড়া দামে বিক্রি হতে দেখা যাচ্ছে এগুলি। অন্যদিকে, মাটির কলসিতে জলপান করে স্বস্তি খুঁজছেন সকলে। সেই কারণে কুমোররা এখন ব্যস্ত মাটির কলসি তৈরিতে। কুমোরপাড়ায় আর গোরুর গাড়ি না থাকায় ভ্যানে করে জেলার বাজারগুলিতে মাটির কলসি সরবরাহ করতে দেখা যাচ্ছে।

জঙ্গলমহল এলাকা-সহ জেলার বিভিন্ন

জায়গায় খাটিয়া তৈরি করে চলছে বিক্রি। কাঠের তৈরি ও বাবুই দড়ির ছাউনি চার পায়ার খাট। সুপ্রাচীন কাল থেকেই রাঢ়ে এই খাটিয়ার একটা আলাদা কদর রয়েছে। যদিও এখন সেই খাটিয়া আর সেভাবে দেখা যায় না। গরম পড়তেই সেই খাটিয়ার চাহিদা বেড়ে হয় দ্বিগুণ। বর্তমানে রানিবাঁধের ঘোড়াধরা হাটে অসংখ্য বিক্রেতারা এই খাটিয়া বিক্রি করতে বসেছেন। বিক্রেতাদের মতে, 'যত গরম বাড়ছে বিক্রিও ততই ভাল হচ্ছে। এক একটি খাট ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এদিকে তালপাতার পাখা বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা দরে।' পাখা প্রস্তুতকারিদের বক্তব্য, 'তালপাতার অভাব নেই। একটি পাখা তৈরি করতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগে। গরম বাড়ায় এখন গড়ে ৩০ থেকে ৪০টি পাখা বিক্রি হয়। সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে তালপাতার পাখা বিক্রি করেন তারা।' অন্যদিকে, এই গরমে অধিকাংশ পরিবার রাতে রুটির পাশাপাশি জলে ভেজা ভাত খাচ্ছেন। মুসুর বা মুগ ডালের পরিবর্তে বিউলির ডাল পছন্দ করছেন। কাঁচা আমের চাটনি, আম পোড়ার সরবত এমনকী আম দিয়ে মুসুর ডালে জোর দিচ্ছেন। গরমের জন্য সরষে বাঁটা দিয়ে মাছের সুস্বাদু ঝাল বা কালিয়ার পরিবর্তে তেঁতুল দিয়ে মাছের টক করছেন। ঝিঙে দিয়ে পোস্ত ও পাটশাক রাখছেন পাতে। বাঁকুড়া-সহ রাঢ় যেন পালটে গিয়েছে গরমে।

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ এনআইএ-র হাতে নয়া সূত্র

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: দিল্লির লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) তদন্তে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম দাবি করেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করেছিল সন্ত্রাসীরা। এই হামলার নেপথ্যে সন্ত্রাসী সংগঠন আল-কায়েদার এক ছায়া গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত জঙ্গিরা।

২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর লালকেল্লার সামনে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। তাতে মৃত্যু হয় মোট ১১ জনের। আরও সাত জন গুরুতর জখম হয়েছিলেন। ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদী হামলা বলে ব্যাখ্যা করেছিল কেন্দ্র। মূল অভিযুক্ত উমর বিস্ফোরণের সময় ঘাতক গাড়িটির চালকের আসনেই ছিল। ঘটনাস্থলে তাঁরও মৃত্যু হয়। একে আত্মঘাতী হামলা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

ওই সরকারি সূত্রে এনআইএ-র দেওয়া চার্জশিটের কথা উল্লেখ করেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, কী ভাবে বিস্ফোরক রকেট তৈরি করতে হয়, মিশ্রণের অনুপাত কী হওয়া উচিত, এমন নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অভিযুক্তেরা

চ্যাটজিপিটি এবং ইউটিউব ব্যবহার করেছিল। তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনাকে ‘এআই প্ল্যাটফর্মের’ অপব্যবহার বলে উল্লেখ করেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তেরা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) রকেট তৈরি করে জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার কাজিগুন্ড জঙ্গলে পরীক্ষা চালিয়েছিল। অভিযোগপত্রে নাম থাকা অভিযুক্তদের মধ্যে এক জনের বিষয়ে বিশেষ করে উল্লেখ করেছে এনআইএ। তাদের দাবি, ওই অভিযুক্ত ভারতে আল-কায়েদার ছায়া সংগঠন ‘আনসার গাজওয়াত-উল-হিন্দ’-এর সন্ত্রাসী মডিউলে ‘ইঞ্জিনিয়ার’ হিসাবে কাজ করত। নাম জসির বিলাল ওয়ানি। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রে ‘প্রযুক্তি সহায়তা’ প্রদানের জন্য ২০২৪-২৫ সালে দু’-তিন বার হরিয়ানার ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়েও গিয়েছিল সে।

তদন্তে বার বার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত তিন চিকিৎসক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত বলে অভিযোগ ওঠে। তদন্তে সেই প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করেছিল এনআইএ। চার্জশিটে তারা জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থকে ২০২৪ সালের জানুয়ারির মধ্যে জসির ‘ফ্লিপকার্ট’-এ বেশ কিছু বৈদ্যুতিন ডিভাইস অর্ডার করে। সেই জিনিসগুলি কেনার টাকা দিয়েছিল এই বিস্ফোরণের ঘটনার মূল অভিযুক্ত উমর নবি।

আইইডি রকেট তৈরি করে কাজিগুন্ড জঙ্গলে যে পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার প্রমাণ মিলেছে বলেও চার্জশিটে দাবি করেছে এনআইএ। ওই জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে আইইডি রকেটের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

উত্তর ও মধ্য ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: দেশের এক দিকে যখন তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা, তখন অন্য প্রান্তে আবার ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিল মৌসম ভবন। তবে এখনই যে তাপপ্রবাহের কবল থেকে রেহাই মিলছে না, তা জানিয়ে দিয়েছে তারা। আগামী সপ্তাহেও উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারত গরমে পুড়বে। দেশের ওই অঞ্চলে এ মাসের শেষ পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২৯ মে পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে তীব্র তাপপ্রবাহ চলবে। পূর্ব ভারতে ২৬ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যেই কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, তামিলনাড়ু, উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং লাগোয়া পূর্ব ভারতের কিছু অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু স্থলভাগের দিকে আরও কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ পথে এখনও পর্যন্ত কোনও বাধা নেই। ফলে সেটি আগামী তিন-চার দিনের মধ্যেই স্থলভাগে প্রবেশ করতে পারে। ২৬ মে কেরলে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে। ফলে সময়ের কয়েক দিন আগেই বর্ষা ঢুকছে দেশে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বর্ষণের পূর্বাভাস থাকলেও এ মাসের শেষ পর্যন্ত গরমের দাপট সহ্য করতে হবে উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতের বাসিন্দাদের। আগামী ২৯ মে পর্যন্ত তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভে। অন্য দিকে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতেও ২৯ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। তবে তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে ২৭ মে পর্যন্ত। রাজস্থানেও তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা ২৯ মে পর্যন্ত। গত কয়েক দিন ধরে উত্তর এবং মধ্য ভারতের বেশির ভাগ জায়গায় তাপমাত্রা ৪৫-৪৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। কোথাও কোথাও আবার ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তেলঙ্গানার কিছু অংশে ২৬ মে পর্যন্ত তাপপ্রবাহ চলবে। পশ্চিম ঝাড়খণ্ডে ২৫ মে, বিহারে ২৪ মে, ওড়িশা এবং ছত্তিশগড়ে ২৭ মে পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে।

রুশ সেনাবাহিনীতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ ভারতীয়র

নয়াদিল্লি, ২৪ মে: ২১৭ জন ভারতীয় রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এমনই তথ্য জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। আরও জানানো হয়েছে, রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ছয় ভারতীয়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রের দাবি, রাশিয়ার সামরিক কর্মকাণ্ড থেকে অব্যাহতি পাওয়া ১৩৯ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। যোগাযোগ করা হয়েছে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি জানান, এখনও ৪৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আর কেউ মারা গিয়েছেন কি না, সেই তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। নিশ্চিতকরণের জন্য ভারতীয় দূতাবাস রাশিয়া সরকারের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রাখছে। জীবিত সকলকে নিরাপদে ভারতে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় সরকার।

লোভনীয় বেতনের চাকরির টোপ দিয়ে ভারতীয়দের নিয়ে যাওয়া

সুপ্রিম কোর্টে জানাল মোদী সরকার

হয় রাশিয়ায়। তার পরে বাধ্য করা হয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে। এমন অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগ নিয়ে শোরগোল পড়তে নড়েচড়ে বসে কেন্দ্র। তবে এ-ও অভিযোগ ওঠে, রুশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয়দের দেশে ফেরানোর বিষয়ে ‘উদাসীন’ সরকার। বিষয়টি গড়ায় সুপ্রিম কোর্টের দরজায়।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে কেন এত সংখ্যক ভারতীয় রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্র আদালতে জানিয়েছে, লোভনীয় প্যাকেজ, সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষতিপূরণ, নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাবের প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশিদের সেনাবাহিনীতে যোগদানে আকৃষ্ট করা হয়। সেই আকর্ষণীয় প্রস্তাব অনেকেই উপেক্ষা করতে পারেন না। সেই প্রস্তাবের জালে পা দেন তাঁরা। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল আদালতে বলেন, ‘সব কিছু দেখে মনে হচ্ছে আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজে আকৃষ্ট হয়ে কিছু ভারতীয় স্বেচ্ছায় রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের চুক্তিতে সই করেছেন।’

কেন্দ্রের তরফে আরও জানানো হয়েছে, কিছু ভারতীয় এমনও আছেন যাঁরা রাশিয়ায় কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে জেল খাটছেন। তাঁদের জেলমুক্তির প্রলোভন দেখিয়ে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফে কিশোর সারাভানান এবং সাহিল মহামধুসেন নামে দুই ভারতীয় ছাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেন্দ্র জানায়, তারা মাদক মামলায় ফেঁসে জেল খাটছিলেন। পরে তাঁরা রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ভারত সরকারের হস্তক্ষেপে কিশোরকে সশস্ত্র বাহিনী থেকে বার করে আনা হয়েছে। তবে সাহিল ইউক্রেনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সরকার সে দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

কোয়েটায় সেনাবোঝাই ট্রেনে আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা

ইসলামাবাদ, ২৪ মে: পাকিস্তানের কোয়েটা প্রদেশে আবার জঙ্গিদের নিশানায় ট্রেন। রবিবার কোয়েটার চমন ফাটকের কাছে ট্রেনে আত্মঘাতী হামলা হয়। বিস্ফোরণের জেরে বেশ কয়েকটি কামরা দুমড়ে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। আহতের সংখ্যা অনেক।

মৃত ২৩, আহত অনেকে

প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, রেললাইনের ধারে এই বিস্ফোরণ হয়। রেললাইনের ধারে থাকা বেশ কয়েকটি বাড়ি এবং অনেক গাড়ি বিস্ফোরণের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পাক সেনা, পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, ট্রেনে অনেক সেনাকর্মী ছিলেন। আর সে কারণেই ট্রেনটিকে নিশানা করা হয়েছে।

এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি-র (বিএলএ) মজিদ ব্রিগেড। ট্রেনটি কোয়েটার ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাদের নিয়ে যাচ্ছিল। সেই কামরাগুলিকেই মূলত নিশানা করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কোয়েটা পুলিশ জানিয়েছে, একটি বগি বিস্ফোরণে পুরো তালোগল পাকিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি কামরায় আগুন ধরে যায়। এই হামলায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এর আগেও ট্রেনকে নিশানা বানিয়েছিল জঙ্গিরা। জাফর এক্সপ্রেসকে বেশ কয়েক বার নিশানা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের বালোচিস্তান প্রদেশের কোয়েটা এবং খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের পেশোয়ারের মধ্যে চলাচল করে জাফর এক্সপ্রেস। গত দু’বছরে বার বার এই ট্রেনটি হামলার শিকার হয়েছে। বেশির ভাগ ঘটনার ক্ষেত্রেই বালোচ বিদ্রোহীদের নাম উঠে এসেছে। এদিনের বিস্ফোরণেরও বিএলএ দায় স্বীকার করেছে।

TENDER NOTICE

Architects and Building Contractors are hereby invited to submit quotation for construction of proposed G+4(HIG) residential building at Plot No. 1225, Premises No. 23-0584, in AA-IIB, New Town Kolkata of **BARNAPARICHAYA Co-operative Housing Society Ltd.** within 15 days of publication of this advertisement to **Box No T-2505/2026-27, Ekdin, 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no.306 (S), Tobacco House, Kolkata-700001.** Selection procedure is at discretion of the Society.

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/26-27/000026, Dated : 19-05-2026
Nature of work : Selection of vendor for "Civil maintenance in Barjora IT Park".
Due date of Submission : 07 days from publication
Interested parties may go through website **https://wbtenders.gov.in** and **https://www.webel.in**
For details or contact : 9619898448
Email – sankha.biswas@webel-india.com

ICA- T8530(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate/Govt. of W.B.
e-N.I.T No - WBIW/EE-II/LDCD/e-NIT-06 of 2026-27
e-Tender Notice

Executive Engineer-II, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316 invites e-tender (online) for 04 (Four) nos. work vide e-.N.I.T No - **WBIW/EE-II/LDCD/e-NIT-06 of 2026-27**. Notice Memo no - 905 dated.20/05/2026 of the EE-II/LDCD. Document Download start date is 25/05/2026 at 17:00 hours. Bid submission start date is 25/05/2026 at 17:30 hours & bid submission end date is 02/06/2026 at 15:30 hours. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**.& **www.wbiwd.gov.in** Sd/- Executive Engineer-II, Lower Damodar Construction Division.

ICA- T8525(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED DATE CORRIGENDUM TO NIT No.-WBIW/EE/MDD-II/e-NIT-03/EE/M.D. D-II of 2026-27(3rd Call)
Tender Id:2026_IWD_1024227_1, 2026_IWD_1024227_2, 2026_IWD_1024227_3, 2026_IWD_1024227_4, 2026_IWD_1024227_5

As No. of Bids is less than 3 (Three), therefore for Sl. No.1,2,3,4,5 of this e-NIT, Bid Submission end Date is extended up to 01.06.2026 up to 11:30 A.M. Other details may be seen in the websites **www.wbiwd.gov.in**, **www.wbtenders.gov.in** and also in the office of the undersigned. Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Drainage Divn. No.II.

ICA- T8523(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Irrigation & Waterways Directorate
Berhampore Irrigation Division
Berhampore, Murshidabad.
ABRIDGED NOTICE e-QUOTATION
e-NIQ No. : WBIW/EE/BID/ e-NIQ-01/2026-27

The Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad, I & W. Dte. on behalf of Hon'ble Governor of West Bengal invites online quotation from eligible bonafide contractor/supplier for four nos vehicle having Diesel Maxi Cab along with the licensed driver including having contract carriage permit on daily hire basis as and when required under jurisdiction of Berhampore Irrigation Division. Last date and time of submission of Technical & Financial bid (online) – 09.06.2026 upto 17:00 Hours. The tender forms and other details can be obtained from the website **www.wbiwd.gov.in** & **https://wbtenders.gov.in** Sd/- Executive Engineer, Berhampore Irrigation Division, Berhampore, Murshidabad.

ICA- T8527(1)/2026

ময়দান

রাহানের ঝোড়ো অর্ধশতরানেও শেষ রক্ষা হল না
হতাশার বিদায় কেকেআরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরুর মতো শেষটাও হতাশাতেই। মরসুমের প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শেষ ম্যাচেও একই ছবি দেখা গেল। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ৪০ রানে হার মানতে হল অজিঙ্ক রাহানের দলকে। সেই সঙ্গে এবারের আইপিএলে সাত নম্বরে থেকেই অভিযান শেষ করল কেকেআর।

একটা সময় মনে হয়েছিল, টুর্নামেন্টে ঘুরে দাঁড়িয়ে প্লে-অফের দৌড়ে ফিরতে পারে কলকাতা। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জয় সমর্থকদের আশাও দেখিয়েছিল। কিন্তু পুরো মরসুমে ধারাবাহিক ম্যাচ উইনারের অভাব ভুগিয়েছে দলকে। ব্যাটিং এবং বোলিং;দুই বিভাগেই একাধিক ক্রিকেটার প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত বিদায় নিতে হল হতাশা নিয়েই।

২০৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কেকেআরের শুরু অবশ্য খারাপ হয়নি। ওপেন করতে নেমে ফিন অ্যালেন আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলেন। অধিনায়ক অজিঙ্ক রাহানেও শুরু থেকেই ইতিবাচক ছিলেন। দু’জনে মিলে দ্রুত রান তুলতে থাকেন। তবে অ্যালেন বেশি ক্ষণ টিকতে পারেননি। ২০ রান করে লুঙ্গি এনগিডির বলে আউট হন তিনি।

এরপর রাহানের সঙ্গে জুটি বাঁধেন মণীশ পাণ্ডে। দু’জনে মিলে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। রান ওঠার গতি ভালই ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, অন্তত শেষ ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে মরসুম শেষ করতে পারবে কলকাতা। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দেন মণীশ নিজেই। ১৬ বলে ২৫ রান করার পর অপ্রয়োজনীয় বড় শট খেলতে গিয়ে উইকেট ছুঁড়ে দেন তিনি। এরপরই ম্যাচের মোড় ঘুরে যায়।

মাঝের সারিতে ব্যর্থ হন ক্যামেরন গ্রিনও। বড় অঙ্কের টাকায় দলে এলেও পুরো মরসুমেই নিজের ছন্দ খুঁজে পাননি তিনি। এই ম্যাচে মাত্র ২ রান করে কুলদীপ যাদবের বলে ফিরে যান। অন্য প্রান্তে রাহানে লড়াই চালিয়ে গেলেও সঙ্গ পাননি। অধিনায়ক অর্ধশতরান করলেও দলকে জেতানোর জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। নির্ধারিত ওভারের আগেই ম্যাচ কার্যত হাতছাড়া হয়ে যায় কেকেআরের।

তার আগে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। দলের হয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন লোকেশ রাহুল। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে কলকাতার বোলারদের চাপে রাখেন তিনি। মাত্র ৩০ বলে ৬০ রান করেন রাহুল। তাঁকে ভাল সঙ্গ দেন সাহিল পরখ এবং অক্ষর পটেল। শেষ দিকে ডেভিড মিলার ও আশুতোষ শর্মার দ্রুত রান দিল্লিকে ২০০ পার করতে সাহায্য করে।

কেকেআরের বোলিংয়েও ছিল হতাশার ছবি। তরুণ সৌরভ দুবে কিছুটা লড়াই দেখিয়ে ২ উইকেট নেন। কিন্তু অভিজ্ঞ স্পিনার সুনীল নারাইন ও বরুণ চক্রবর্তী কার্যকর হতে পারেননি। সবচেয়ে বেশি হতাশ করেন কার্তিক ত্যাগী। চার ওভারে ৫৫ রান খরচ করেন তিনি।

সব মিলিয়ে মরসুমজুড়ে যেমন ওঠানামা ছিল, শেষ ম্যাচেও তার ব্যতিক্রম হল না। কিছু ব্যক্তিগত ভাল পারফরম্যান্স থাকলেও দল হিসেবে কেকেআর নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। তাই হার দিয়েই এবারের আইপিএল অভিযান শেষ করতে হল কলকাতাকে।

ময়দানের এক আবেগের নাম টুটু বসু। গত ১২ মে প্রয়াত হন মোহনবাগানের প্রাক্তন সভাপতি তথা ক্রীড়াজগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অভিভাবক। শুক্রবার বালিগঞ্জে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হল পারলৌকিক ক্রিয়া ও স্মরণ অনুষ্ঠান। সেখানে উপস্থিত থেকে প্রাক্তন এই কর্তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানান সাদার্ন সমিতির কর্ণধার সৌরভ পাল।

সোশ্যাল মিডিয়ার ময়দানে বিজেপির সাফল্যের অন্যতম কারিগর সপ্তর্ষি চৌধুরী

নিঃশব্দে নিজের দায়িত্ব সামলেছেন সপ্তর্ষি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলার রাজনীতির লড়াই এখন আর শুধু সভা-মিছিল বা দেওয়াল লিখনে সীমাবদ্ধ নেই। ভোটের ময়দান যত এগিয়েছে, ততই শক্তিশালী হয়েছে ডিজিটাল প্রচারের গুরুত্ব। আর সেই ডিজিটাল যুদ্ধের নেপথ্যে থেকে রাজ্য বিজেপির অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছেন সপ্তর্ষি চৌধুরী। প্রকাশ্যে খুব বেশি আলোচনায় না এলেও, দলের সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়া সেলকে সংগঠিত করে বিজেপির প্রচারযুদ্ধকে নতুন মাত্রা দেওয়ার পিছনে তাঁর ভূমিকাকেই এখন বিশেষভাবে তুলে ধরছে গেরুয়া শিবির। সাম্প্রতিক নির্বাচনী সাফল্যের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় এক আবেগঘন পোস্ট করেন সপ্তর্ষি। সেখানে তিনি তুলে ধরেন বিজেপির সেই অগণিত সোশ্যাল মিডিয়া কর্মীদের কথা, যারা ‘কখনও সামনে আসে না’, অথচ প্রতিটি পোস্ট, ভিডিও, রিল, টুইট বা হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

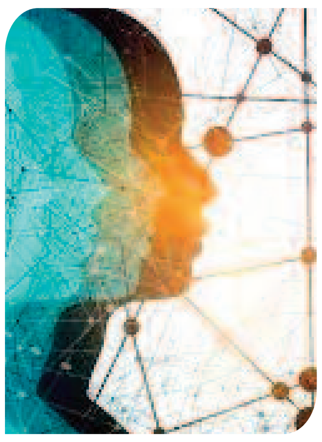

আরোগ্য

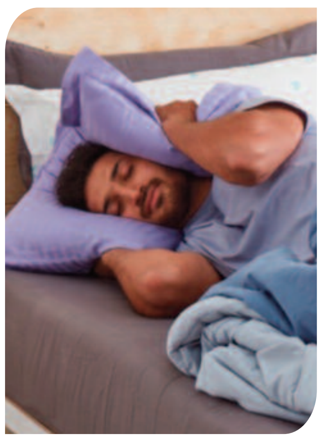

দুপুরের ঘুম

প্রয়োজনীয়তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত

শুভাশিস বিশ্বাস

দুপুরে একটু ঘুম না হলে অনেকেরই সন্ধেটা এক্কেবারে মাটি হয়ে যায়। অনেকের আবার তো না ঘুমালে সন্ধে হতেই শুরু হয় গা-গোলানে থেকে বমি। বেশিরভাগেরই দুপুরে খাওয়ার পর একটু ভাত ঘুম হলে ভালই হয়। তবে কাজের চাপে বা কর্মক্ষেত্রে সেটা এক্কেবারে হয়ে ওঠে না। তবে সুযোগ পেলে শীত হোক বা গ্রীষ্ম, দুপুরে একটু গড়িয়ে নেওয়ার লোভ সামলাতে পারেন ক'জন। কিন্তু দুপুরে খাবার খাওয়ার পর ঘুমানো কতটা স্বাস্থ্যকর, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। ফলে দুপুরের এই ঘুম ভাল না খারাপ এ নিয়ে বিস্তর মতবিরোধ রয়েছে।

সম্প্রতি, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের কয়েকজন গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে গবেষণা চালানো হয়। স্লিপ হেলথ জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, দুপুরের ঘুম ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই পাওয়ার ন্যাপের কারণে মস্তিষ্কের সংকোচন কমে যায়। আর মস্তিষ্কের সংকোচন যত ধীর গতিতে হয় বার্ধক্যও আসে তত দেরি করে। তাই বার্ধক্য কে রুখতে দুপুরে ঘুমোতেই পারেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের কয়েকজন গবেষক এই বিষয়ে গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। ৪০ থেকে ৬৯ বছর বয়সী ৪ লক্ষ মানুষের মধ্যে গবেষণা চালানো হয়। স্লিপ হেলথ জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, দুপুরের ঘুম ডিমেনশিয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। এই পাওয়ার ন্যাপের কারণে মস্তিষ্কের সংকোচন কমে যায়। আর মস্তিষ্কের সংকোচন যত ধীর গতিতে হয় বার্ধক্যও আসে তত দেরি করে। তাই বার্ধক্য কে রুখতে দুপুরে ঘুমোতেই পারেন।

সকালে অনেক কাজের পর দুপুরের ঘুম চোখকেও শান্তি দেয়। ফলে মাঝে মধ্যে ঘুমোতেই পারেন। এতে স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায় বলেই বিশেষজ্ঞদের মত। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশি ঘুম নয়এর বেশি হলেই বিপদ। তাই দুপুরে ১৫ মিনিট বিশ্রাম নিতেই পারেন। এতে সুস্থ থাকবেন ও ভাল থাকবেন। দুপুরে ঘুম থেকে উঠলে কাজেও মন দিতে পারবেন।

তবে দুপুরে ঘুমনোর কিছু খারাপ দিকও রয়েছে। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, একজন সুস্থ ব্যক্তির দিনে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট। কিন্তু সেটা মোটেও দিনের বেলা নয়, রাতে। কারণ রাতের বেলাতেই আমাদের দৈহিক পরিশ্রম কম হয়। তাই তখন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া একটু শিথিল হয়। সেই সময় মস্তিষ্ক, হার্ট সবকিছুই কিছুটা বিশ্রাম পায়। পরের দিনের কাজের শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের শরীর। তাই রাতের ওই সময়ে গভীর ঘুম শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি। কিন্তু দিনের বেলা কিন্তু তা মোটেই নয়।

চিকিৎসকদের কথায়, দুপুরবেলা পরিপাকতন্ত্রের কাজ বেড়ে যায় বলে পেটের মধ্যে অ্যাসিডের মাত্রও বেড়ে যায়। কিন্তু এই সময় যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে পাকস্থলি ঠিকমতো নড়াচড়া করতে পারে না। ফলে খাবার হজম হয় না। ফলে বুক জ্বালাপোড়া, গ্যাস, গলা জ্বালার মতো সমস্যা দেখা যায়। এই হজমের সমস্যা থেকেই প্রভাব পড়ে হার্টের উপর।*এছাড়া দুপুরে ঘুমলে শরীরে মেদ জমে বেশি। দুপুরে ঘুমোলে মস্তিষ্কের কাজেও বাধার সৃষ্টি হয়।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস

দেখাতে পারে রোগমুক্তির উপায়

ডা শামসুল হক

বিশ্বের বিভিন্ন চিকিৎসক এবং গবেষকরা তাঁদের নিরলস গবেষণা কর্ম সম্পাদনের পর এই মর্মেই উপনীত হয়েছেন যে হৃদরোগ , ক্যান্সার , বহুমূত্র , স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া সহ অন্যান্য আরও অনেক রোগের উৎপত্তির মূল কারণ হল খাদ্যাভ্যাস। তাইতো পৃথিবীর সর্বত্রই চিকিৎসক বা খাদ্য বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই সময়ের চিকিৎসকরাই নয়, কয়েক হাজার বছর আগে আয়ুর্বেদের সেই স্বর্ণযুগে চরক, শুশ্রুত , বাগভট সহ আয়ুর্বেদপ্রেমী ঋষিপুত্ররা এবং তার ও পরে গ্রীক দার্শনিক হিপোক্রেটিস পর্যন্ত মানুষকে এই এক ই উপদেশ দিতেন।

আমার প্রতিদিন খাদ্য হিসেবে যা যা গ্রহন করে থাকি এবং যাদের সান্নিধ্যেই আমাদের দেহ পরিপূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠে তা হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ভিটামিন, নানান খনিজ পদার্থ, এলিগোস্যাকারাইজডস, খাদ্যতন্তু তথা ফাইবার, ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া, অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড তথা ওমেগা-৩ সহ অন্যান্য আরও অনেক উদ্ভিজ রাসায়নিক পদার্থ সমূহ।

অ্যালিগোস্যাকারাইজডস হল খাদ্য বস্তুর এক অতি মূল্যবান বাহক। নানান ধরণের সব্জী যেমন টমেটো, পেঁয়াজ, কাঁচকলা ইত্যাদির মধ্যে থাকে এই উপাদানটি। এই বস্তুটি খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই রক্তের কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং সেইসঙ্গে তার সমতা রক্ষার ও ভূমিকা পালন করে।অ্যালিগোস্যাকারাইজডস এর আর এক উল্লেখযোগ্য কাজ হল মানুষকে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া। তাছাড়াও সেটি মানুষকে অতিরিক্ত রক্ত চলাচল বৃদ্ধির হাত থেকেও রক্ষা করে এবং সেইসঙ্গে রক্তশোধনের কাজটিও করে অতি গুরুত্বের সঙ্গেই।

খাদ্যবস্তুর মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতিও যে ভীষণ প্রয়োজন তাই স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। এটি মূলত লাইনোলেনিক অ্যাসিড, ডোকাসা হেক্সানেয়িক অ্যাসিড ইত্যাদির মিলিত সমাহার হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। এই লাইনোলেনিক অ্যাসিড সাধারণত পাওয়া যেতে পারে তিল , তিসি ইত্যাদি তৈলবীজের মধ্যে। তাছাড়াও মিলতে পারে সয়াবিন, বাদাম ইত্যাদির মধ্যেও। আর ডোকাসা হেক্সানেয়িক অ্যাসিড পাওয়া যায় ম্যাকরেল, টুনার নামক সামুদ্রিক মাছ থেকে।

ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের আছে আরও অনেক কাজ। তাই রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং সেইসঙ্গে রক্তের ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণও কমিয়ে দিতে পারে। বাতের রোগে ভুগছেন যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের কাছে এটা সত্যিই মনে রাখার মতো। আবার এর নিয়মিত ব্যবহারের ফলে কমে যেতে পারে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগেরও ঝুঁকি।

ভিটামিন সি অর্থাৎ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হল একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান। এটি জলে দ্রবনীয় এবং তা জলেরই মধ্যে মিশ্রিত অবস্থাতে থাকা সুপার অক্সাইড এবং হাইড্রো অক্সাইড রেডিক্যাল গুলোকে ভালভাবে পরিষ্কার করতেও সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

এই অ্যাসকরবিক অ্যাসিডই চোখের লেন্সে জারিত প্রোটিনের মাত্রা কমিয়ে দেয় এবং সেইসঙ্গে হ্রাস পেতে পারে চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনাও। তাই প্রত্যেকেরই নিয়মিতভাবেই খাওয়া উচিত কমলালেবু, আমলকি ইত্যাদি ফল। কারণ এদের মধ্যেই থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি। খাদ্য হিসেবে অদল বদল করে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় নানান ধরণের শাকসবজি। আর তাদের মধ্যেই আছে মারাত্মক সব রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা। পালংশাক, কুমড়ো, বিট, গাজর, লালশাক, বরবটি, কলমীশাক, পেঁপে ইত্যাদি হরেক সবজীর মধ্যে আছে হরেক গুনাগুণ। তাইতো বর্তমানে ফাস্টফুডের দিকে সর্বোতভাবে ঝুঁকে পড়া মানুষজনের কাছে একটাই আবেদন ওইসব ছেড়ে সকলেই যেন নজর দেন সবুজ বনস্পতির দিকেই।

পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কারিপাতা ইত্যাদি সব অ্যালিলিক সালফার সমৃদ্ধ খাবার ও গ্রহন করা উচিত প্রতিদিনই। আবার আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এমনই কিছু খাবারের সমারোহ ঘটানো উচিত যাদের উদ্বায়ী তেলের মধ্যে থাকে এমনই অনেক যৌগ যা ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশাল ভূমিকা পালন করে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলো, গাজর, ব্রকোলি ইত্যাদি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখার পরামর্শ তাই দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই।

খাদ্যতন্তু হল খাদ্যবস্তুর অতি অপরিহার্য একটি উপাদান। তাই আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকা এমনিভাবেই তৈরি করতে হবে যার মধ্যে অতি অবশ্যই থাকবে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারও।

শরীরকে ভাল রাখতে চান ?

নির্ঝঞ্ঝাট থেকে কমিয়ে ফেলুন মানসিক চাপ

বাঙালির শীত মানেই নানা খাদ্যের সম্ভার। এই সময়ে বাইরের উলটো পালটা খাওয়া দাওয়াটা একটু বেশিই হয়। আর কমাতে হবে মানসিক চাপ। যার প্রভাব কিন্তু আমাদের শরীরের উপরে পড়ে। সবথেকে বেশি সমস্যা দেখা দিতে পারে অন্ত্রে।

শীতে খাওয়াদাওয়া আর মানসিক চাপ এই দুই সমস্যার হাত থেকে শরীরকে বাঁচাতে অন্ত্রের যত্ন নেওয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। না হলে বিগড়োতে পারে শরীর। অন্ত্র যদি ভাল না থাকে তাহলে পেট খারাপ, ত্বকের সমস্যা, ইমিউনিটি কমে যাওয়ার মতো নানা ধরনের সমস্যা দেখা যায়।দীর্ঘ দিন ধরে অন্ত্রের রোগে ভুগলে তা নানা ধরনের অটোইউমিন রোগ, মানসিক সমস্যা থেকে ক্যানসারের কারণ হতে পারে। বিশেষ করে বাড়ে কোলন ক্যানসারের সম্ভাবনাও। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে নিজের জীবনে সাধারণ কিছু পরিবর্তন আনলেই এই সমস্যা থেকে কিন্তু মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিজের অন্ত্রকে ভাল রাখতে হলে সবার আগে দরকার নিজেরে টেনশন মুক্ত রাখা।

মানসিক চাপের ফলে যে সব স্ট্রেস হরমোন ক্ষরণ হয় তাতে ক্ষতি হয় আপনার অন্ত্রের। চাপ কমাতে ধ্যান করতে পারেন। নিয়মিত হাঁটলে, যোগা করলে, বন্ধু -বান্ধবের সঙ্গে ভাল সময় কাটালে এই সমস্যা দূরে থাকে। একইসঙ্গে সঠিক ডায়েট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশি মিষ্টি বা চিনি জাতীয় খাবার, বা উচ্চ ফ্যাট জাতীয় খাবার অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য একদম ভাল নয়। বদলে রোজের ডায়েটে আনুন ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর সব্জি, ফল, কফি, চা বা দুধ জাতীয় খাবার অন্ত্রকে ভাল রাখে।

অন্ত্র এবং নিজের শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে রোজ নিয়ম করে ১০-১৫ মিনিট ব্যয়াম করা উচিত। যদি ব্যয়াম করতে না পারেন তাহলে অন্তত ৩০ মিনিট টানা হাঁটুন। কাছাকাছি পার্ক থাকলে ভাল, না হলে আশেপাশের

এলাকাতেই হাঁটতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কোথাও হেঁটে গেলেন আর ভাবলেন হাঁটা হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। কেবল হাঁটার জন্যই হাঁটতে হবে, তবেই কাজ হবে।অন্ত্র এবং নিজের শরীরের সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে ভাল রাখতে হলে নিয়মিত শরীর চর্চা করতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে রোজ নিয়ম করে ১০-১৫ মিনিট ব্যয়াম করা উচিত। যদি ব্যয়াম করতে না পারেন তাহলে অন্তত ৩০ মিনিট টানা হাঁটুন। কাছাকাছি পার্ক থাকলে ভাল, না হলে আশেপাশের এলাকাতেই হাঁটতে পারেন। তবে মনে রাখবেন কোথাও হেঁটে গেলেন আর ভাবলেন হাঁটা হয়ে গেল, তা নয়। কেবল হাঁটার জন্যই হাঁটতে হবে, তবেই কাজ হবে।

শীতেও প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করতেই হবে। জল পান করলে অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া তাঁর সঙ্গে মূত্রের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। চিকিৎসকদের মতে প্রতিদিন ৩-৪ লিটার জল পান করা উচিত।

ব্রেকফাস্ট না করেই সোজা লাঞ্চ !

অজান্তে বিপদ ডেকে আনছেন না তো ?

প্রবাদ রয়েছে, সকালের খাবার খাওয়া উচিত রাজার মতো। শরীর সুস্থ রাখতে প্রাতরাশ বা ব্রেকফাস্টের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গত কয়েক বছরে আধুনিক জীবনযাত্রার ইঁদুরদৌড়ে সকালের জলখাবার বাদ দেওয়ার একটি প্রবণতা তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। আপনিও কি সেই দলে ? তবে সাবধান ! এই অভ্যাস কেবল শরীরকে দুর্বল করে না, বরং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যেরও চরম ক্ষতি করতে পারে। সম্প্রতি 'নিউটরিশনাল নিউরোসায়েন্স' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করা হয়েছে।

গবেষণা অনুযায়ী, যারা নিয়মিত ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যান, তাদের মধ্যে অবসাদ, মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

৩ লক্ষ মানুষের ওপর সমীক্ষা

এই গবেষণাটি একটি বিশদ 'সিস্টেমেটিক রিভিউ এবং মেটা-অ্যানালিসিস', যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ১৩টি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে মোট ৩ লক্ষ ৯৯ হাজারেরও বেশি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। মূলত প্রাতরাশ বাদ দেওয়া এবং মানসিক সমস্যার মধ্যে কোনো যোগসূত্র আছে কি না, তা জানাই ছিল এই সমীক্ষার মূল লক্ষ্য।

অবসাদ ও উদ্বেগের ঝুঁকি কয়েক গুণ বেশি

গবেষণায় দেখা গেছে, যারা প্রতিদিন জলখাবার খান না, তাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের তুলনায় ডিপ্রেশন বা অবসাদের ঝুঁকি ৪০ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, মানসিক চাপের ঝুঁকি বেড়ে যায় ২৩ শতাংশ। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, প্রাতরাশ না করার ফলে শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পায় না, যা হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং মানসিক ক্লান্তি বাড়ায়। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে দুশ্চিন্তা বা অ্যাংজাইটির ঝুঁকি ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে।

মস্তিষ্ক ও জলখাবারের সম্পর্ক

গবেষকদের মতে, সকালের জলখাবার মস্তিষ্ককে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এই গ্লুকোজ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা সচল রাখতে এবং মেজাজ বা 'মুড' ভালো রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলেই শুরু হয় মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ।

কেন জলখাবার জরুরি ?

জলখাবার বাদ দিলে শরীরে পুষ্টির ঘাটতি তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদী মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে। সুস্থ থাকতে পুষ্টিবিদদের পরামর্শ

- ঘুম থেকে ওঠার ২ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই জলখাবার খেয়ে নিন।
- সকালের খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি রাখুন।
- খালি পেটে চা বা কফি খাওয়া এড়িয়ে চলুন।
- জলখাবারে ফল, স্যালাড, ওটস বা ডালিয়ার মতো পুষ্টিকর খাবার রাখা বেশি উপকারী।